ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-84 ■ 24 December, 2025 ■ আগরতলা ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৮ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাদেশে সহিংসতা বৃদ্ধি, দুদেশের সম্পর্কে তিক্ততা বাড়ছে, ফের হাইকমিশনারকে তলব ভারতের

নয়া দিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার নয়া দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা, যারা বাংলাদেশের ময়মনসিংহে ব্লাসফেমি অভিযোগে নিহত হিন্দু ব্যক্তির, দীপু চন্দ্র দাসের ন্যায়বিচারের দাবি জানাচ্ছিলেন। এসময় প্রতিবাদকারীরা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে তাগিদ দেন।

বিক্ষোভকারীরা শুধু দীপু চন্দ্র দাসের হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেননি, বরং তারা সরকারের বিরুদ্ধে আরও বড় আন্দোলনের হুমকি দেন। প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারীরা জানান, যদি তাদের দাবী না মানা হয়, তাহলে তারা সীমান্ত অবরোধসহ বিভিন্ন ধরনের বড় আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এছাড়াও, ভারতের ত্রিপুরা ও শিলিগুড়িতেও বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনের সামনে প্রতিবাদ হয়েছে, যা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশে সহিংসতার ঘটনা গত সপ্তাহে শুরু হয়, যখন ঢাকা থেকে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া ছাত্র নেতা শারিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। হাদি ২০২২ সালের জুলাই মাসে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তার মৃত্যুর পর দেশে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়, বিশেষত তার মৃত্যুর পর গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান দ্য ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোতে হামলা চালানো হয়। এসব অফিসে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ ঘটানো হয় এবং কিছু সাংবাদিক আটকা পড়েন।

এরপর, ময়মনসিংহে দীপু চন্দ্র দাস নামক এক হিন্দু গার্মেন্টস কর্মী নিহত হন। তার বিরুদ্ধে ব্লাসফেমি অভিযোগ আনা হয় এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। স্থানীয় সূত্রের দাবি, তাকে কারখানা থেকে টেনে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওপার বাংলায় হিন্দুদের উপর হামলা অব্যাহত, বাড়ি পুড়িয়ে প্রাণঘাতী হুমকি

চট্টগ্রাম, ২৩ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনা একের পর এক বাড়ছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, চট্টগ্রামের একটি হিন্দু পরিবারকে লক্ষ্য করে নৃশংস হামলা চালানো হয়েছে। দুর্বৃত্তরা ঐ পরিবারের বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে তাদের পোষা প্রাণীগুলি পুড়ে মারা গেছে এবং সকল সংসারের জিনিসপত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘটনাস্থলের কাছে একটি হুমকির ব্যানারও পাওয়া গেছে, যা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে তাদেরকে থামতে বলা হয়েছে এবং এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

এই হামলা ঘটেছে প্রবাসী জয়ন্তী সঙ্গা ও বাবু শুকুশীলের বাড়িতে, যাদের পরিবারের সদস্যরা প্রাণে বাঁচতে পেরেছেন, স্থানীয়দের মতে তারা ঘরের বেড়া কেটে দ্রুত বেরিয়ে আসেন। তবে, তাদের বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র ও সম্পত্তি পুড়ে গেছে, এবং পোষা প্রাণীগুলো মারা গেছে।

ব্যানারে বলা হয়েছে, 'এই এলাকায় হিন্দু বাসিন্দাদের জানানো হচ্ছে যে আপনাদের প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। আপনাদের বিরুদ্ধে ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হয়েছে। আপনাদেরকে জানানো হচ্ছে, এখনই আপনারা নিজেদের কর্মকাণ্ড, সভা এবং কার্যকলাপ বন্ধ করুন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামচন্দ্রঘাটে মহিলা মোর্চার সমাবেশে

মথার দ্বিচারিতায় অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রীর উগ্রপন্থার নির্মম অতীতের স্মৃতিচারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। চেনা মেজাজের বাইরে গিয়ে আজ মহিলা মোর্চার সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন। শরিক দলের দ্বিচারিতায় অত্যন্ত রুষ্ট তিনি আজ রামচন্দ্রঘাটে দাঁড়িয়ে রাজ্যে উগ্রপন্থার নির্মম অতীতের স্মৃতিচারণ করেছেন। সাথে তিনি রাজনীতির কারবারিদের মাধ্যমে বিভ্রান্ত যুব সমাজকে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আটকানোর জন্য সতর্ক করেছেন। বামেদের দিকে তিনি সরাসরি তোপ দাগলেও, তিপরা মথার নাম মুখে না এনেই তাঁদের প্রতি একরাশ বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। প্রাক্তন এটিটিএফ সুপ্রিমো তথা বর্তমান তিপরা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার গড়ে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এইভাবে হুঙ্কার যথেষ্ট তাতর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

আজ সমাবেশে ভাষণের শুরু থেকেই তিনি ঝাঝালো সুরে বলতে শুরু করেন। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, রাজ্যে বিজেপির জনসভায় জনজাতিদের ব্যবহার করে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, দেশের একটি জাতীয় দলকে সভা করতে বাধা দেওয়া খুবই হাস্যকর। তাঁর সাফ কথা, রাজ্যে কখনও অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি না হয় সেদিকে সরকার সজাগ ও সতর্ক। তবে শান্তি বজায় রাখতে প্রয়োজনে আইনের মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ করতেও পিছপা হবে না সরকার।

তাঁর অভিযোগ, বিজেপির কর্মী ও সমর্থকদের উপর নিয়মিত হামলা চালানো হচ্ছে। কিছুদিন আগেই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, শরিক দল প্রতিনিয়ত বিজেপিকে ব্ল্যাকমেল করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার ইতিহাসে জনজাতি, মণিপুরী ও বাঙালি সকল জাতির মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসী দেখেছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোনও মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র একটি জাতির স্বার্থে কাজ করেছেন। তাঁর দাবি, অতীতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালক সহ ৩০ জন শ্রমিককে বহিঃরাজ্যে পাশবিক নির্যাতনের অভিযোগ, হস্তক্ষেপ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ ডিসেম্বর।। কৈলাসহর মহকুমার রাংরুং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নাবালক ও প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদের অপহরণ ও বহিঃরাজ্যে নিয়ে গিয়ে অমানবিক নিরয্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক, ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ দপ্তর এবং শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় অরুণাচল প্রদেশের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ন্যাটো দুকামের কাছে একটি লিখিত চিঠি পাঠিয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, কৈলাসহর থানাধীন রাংরুং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাংরুং চা বাগান ও কালীশাসন চা বাগান এলাকা থেকে প্রায় ৩০ জনকে(যাদের মধ্যে ৭ জন নাবালক)গত ৯ আগস্ট মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে বহিঃরাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় মাসে ১৪

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণে পলাতক মূল অভিযুক্তের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ ডিসেম্বর।। নাবালিকা ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় পলাতক মূল অভিযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরীর রহস্যজনক ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়াকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে ধর্মনগর থানাধীন চন্দ্রপুর ২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি জঙ্গল এলাকা থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত রণজিৎ পাল চৌধুরীর বাড়ি পূর্ব হুরুয়া গ্রামে। অভিযোগ রয়েছে, গত ১৭ ডিসেম্বর তিনি ষষ্ঠ শ্রেণির এক নাবালিকা ছাত্রীকে একটি দোকানঘরের আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করেন। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক ছিল। এদিকে অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে সোমবার পূর্ব হুরুয়া এলাকার বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক সমাজের হস্তক্ষেপ জরুরি ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর চলমান সহিংসতা, নিরয্যাতন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর আক্রমণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশে হিন্দুদের গণহত্যা এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাই। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর চলমান পরিকল্পিত সহিংসতা এবং নৃশংস অত্যাচারের আমরা তীব্র নিন্দা জানাই।

মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, ময়মনসিংহে হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসের সাম্প্রতিক নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করে যে সেখানে বসবাসরত হিন্দুদের জীবন সম্পূর্ণ অনিরাপদ। এটি কেবল সহিংসতা নয়, বরং একটি সম্পূর্ণ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা।

মন্ত্রী স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়টির প্রতি অবিলম্বে কার্য্যকর সাড়া দেওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এই নিন্দনীয় ঘটনাগুলির প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের মনোযোগ অত্যন্ত জরুরি।

রতন লাল নাথ অভিযোগ করেন, বাংলাদেশের হিন্দুদের বিশ্বাসের কেন্দ্রগুলি ধারাবাহিকভাবে আক্রমণের শিকার হচ্ছে এবং উগ্র জনতা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন ইস্যুতে শাহের সাথে বিপ্লবের আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এই সাক্ষাৎকালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং সাংসদ দেব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা লাভ করেন। সূত্রের খবর, রাজ্য ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, প্রশাসনিক বিষয়সহ নানা সমসাময়িক ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

স্টোরে পরিণত হয়েছে পিত্রা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি, পাঠদান লাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। পিত্রা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি এখন কার্য্যত নির্মাণ সামগ্রীর স্টোরে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্রের ভেতরে ইট, বালি ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী মজুত থাকায় চরম ঝুঁকির মধ্যে চলছে শিশুদের পড়াশোনা ও দৈনন্দিন কার্য্যক্রম। অভিভাবকদের অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হচ্ছে। শিশুদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। যে পরিবেশে ছোট শিশুদের থাকার কথা, সেখানে এভাবে নির্মাণ সামগ্রী রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মত তাঁদের। এ বিষয়ে দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বড়দিন : বাজারে কেনাকাটা মন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। রাত পোহালেই বড়দিন। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসবকে ঘিরে শহরজুড়ে উৎসবের আমেজ থাকলেও এবছর বড়দিনের বাজারে প্রত্যাশিত ভিড় চোখে পড়ছে না। ক্রিসমাস উপলক্ষে ছোট-বড় সব দোকানেই কেক, সান্তা ক্যাপ, রঙিন আলো, সাজসজ্জার সামগ্রীসহ নানা রকম পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা।

তবে বিক্রেতাদের দাবি, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ক্রেতার সংখ্যা কম এবং কেনাকাটাও বেশ মন্থর গতিতে চলছে। একজন বিক্রেতা জানান, দাম বেড়েছে, মানুষের হাতে টানাটানি তাই বিক্রি কম। আরেক দোকানদারের মতে, অনলাইন কেনাকাটার প্রভাবও বাজারে পড়েছে।

বাজারে ভিড় কম থাকায় উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা শেষ মুহূর্তে ক্রেতাদের আশায় বসে আছেন। বিক্রেতাদের আশা, বড়দিনের প্রাক্কালে ভিড় কিছুটা বাড়বে এবং বিক্রি স্বাভাবিক হবে।

জাগরণ
আগরতলা,২৪ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
৮ পৌষ, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পাকিস্তানের দু'মুখো নীতির মুখোশ

ভারতের বিরুদ্ধে বহু সময়ই পাকিস্তানের সেনার প্রধান আসিম মুনির নানান উস্কানিমূলক বার্তা দিয়াছেন। এবার সেই আসিম মুনিরের নেতৃত্বাধীন পাক সেনার কাণ্ডকারখানার নীতিগত দিক নিয়া মুখ খুলিয়া শাহবাজ শাসিত পাকিস্তানের দু'মুখো নীতির মুখোশ টানিয়া খুলিয়া দিলেন পাকিস্তানি নেতা মৌলানা ফজলুর রহমান।পাকিস্তানের জামায়েত উলেমা-ই-ইসলাম এফ-র প্রধান হইলেন মৌলানা ফজলুর রহমান। তিনি প্রশ্ন তুলিয়ালেন, শেহবাজ সরকারের যুক্তি নিয়া। মৌলানা বলিতেছেন, যদি পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্তানের ওপর হামলা করিবার ঘটনাকে যুক্তিযুক্ত বলে, তাহা হইলে পাকিস্তানে ঢুকিয়া ভারতের অপারেশনের প্রতি আপত্তি তোলাও সাজে না ইসলামাবাদের!

পাকিস্তানের "মসজিলস-এ ইত্তেহাদ-এ-উম্মত" এ বক্তব্য রাখছিলেন মৌলানা ফজলুর রহমান। এই আসর বসিয়াছিল পাকিস্তানের করাচির লিয়ারিতে। আর এই লিয়ারি শহরের নামটি 'ধুরন্ধর' ফিল্মের দৌলতে এখন ভারতেও পরিচিত নাম। আর এই শহরে আয়োজিত ওই সভায় পাকিস্তানের নেতা মৌলানা ফজলুর রহমান বলেন,"যদি আপনি বলেন যে আমরা আফগানিস্তানে আমাদের শত্রুকে আক্রমণ করেছি এবং এটিকে ন্যায্যতা দিয়াছি, তাহা হইলে ভারতও বলিতে পারে যে তাহারা বাহাওয়ালপুর, মুরিদকে এবং কাশ্মীরে হামলার জন্য দায়ী গোষ্ঠীগুলির সদর দপ্তরে আক্রমণ করিয়াছে।" উল্লেখ্য, চলতি বছরে পাকিস্তানের একাধিক জায়গায় পাক জঙ্গি শিবিরগুলিকে গুঁড়াইয়া দিয়াছে ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুর। সেই প্রসঙ্গ তুলিয়াই ওই প্রেক্ষাপটে মৌলানা ফজলুর রহমানের প্রশ্ন," আপনি কীভাবে আপত্তি জানাইতে পারেন? আফগানিস্তান এখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তুলছে। আপনি কীভাবে উভয় অবস্থানকেই ন্যায্যতা দেবেন?" এই প্রশ্ন সাফ ভাষায়, পাকিস্তানের শেহবাজ সরকারের সামনে রাখেন মৌলানা ফজলুর রহমান।পাকিস্তানের মুরিদকেতে রহিয়াছে জঙ্গি শিবির লস্কর-ই-তৈবার হেডকোয়ার্টার। অন্যদিকে, পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে রহিয়াছে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী জইশ -এ-মহম্মদের সদর দফতর। আর অপারেশন সিঁদুরে এই বাহাওয়ালপুর, মুরিদকে সহ একাধিক জায়গায় ভারতীয় সেনা হানা দিয়াছে। গুঁড়িয়ে দিয়াছে বহু জঙ্গি ক্যাম্প। এদিকে, সদ্য আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাতে লিপ্ত হইয়াছে পাকিস্তান। আফগানিস্তানে একাধিকবার পাকিস্তানি হামলার খবর উঠিয়া আসে। যে হামলা আসিম মুনিরের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের সেনা চালায়। এই দুই প্রসঙ্গ টানিয়াই তোপ দাগেন মৌলানা ফজলুর।জমিয়ত উলামায়ে ইসলাম প্রধান মাওলানা ফজলুর রহমান সম্প্রতি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতি এবং বিশেষ করিয়া সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়া বেশ কিছু বিস্ফোরক মন্তব্য করিয়াছেন। তাহার বক্তব্যে পাকিস্তানের তথাকথিত "দুমুখো নীতি" বা দ্বিমুখী অবস্থানের বিষয়টি জোরালোভাবে উঠিয়া আসিয়াছে।দীর্ঘদিন ক্ষমতার অংশীদার থাকিবার পর, বর্তমানে ফজলুর রহমান পাকিস্তানের শক্তিশালী সামরিক এস্টাবলিশমেন্টের কঠোর সমালোচকে পরিণত হইয়াছেন। তিনি অভিযোগ করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়া হয় এবং জনপ্রতিনিধিদের হাত-পা বাধিয়া রাখা হয়। তাহার মতে, মুখে গণতন্ত্রের কথা বলা হইলেও বাস্তবে দেশ চলে অন্য ইশারায়।

গত ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে তিনি "ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কারচুপি" হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি দাবি করিয়াছেন, এই পার্লামেন্ট জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না বরং এটি একটি সাজানো নাটক। তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, যদি সিদ্ধান্তগুলো আগেই নির্দিষ্ট জায়গায় নেওয়া হয়, তবে নির্বাচনের নামে এই প্রহসনের কী দরকার ছিল?আফগানিস্তানের তালেবান সরকার এবং পাকিস্তানের মধ্যকার বর্তমান অস্থিরতা নিয়ে তিনি সরকারের দ্বিমুখী নীতির সমালোচনা করিয়াছেন। তাহার মতে পাকিস্তান একদিকে তালেবানদের সাথে সুসম্পর্কের দাবি করে, অন্যদিকে সীমান্তে সংঘাত জিইয়ে রাখিতেছে।পশ্চিমা দেশগুলোর সন্তুষ্টি এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতির স্বার্থে পাকিস্তান সরকার সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে নিজস্ব নাগরিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করিতেছে। পিটিআই-এর সাথে সুর মেলানো সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়

হইলো, মাওলানা ফজলুর রহমান এখন তাহার এক সময়ের কট্টর শত্রু ইমরান খানের দল পিটিআই এর সাথে সুর মিলাইয়া কথা বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, ইমরান খানকে ক্ষমতা থেকে সরানোর পেছনে যে "অদৃশ্য হাত" ছিল, সেই একই হাত এখন বর্তমান সরকারকেও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।কেন এই পরিবর্তন ?বিশ্লেষকদের মতে, মাওলানা ফজলুর রহমান বুঝিতে পারিয়াছেন যে বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণে তাহাকে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক করিয়া রাখা হইয়াছে। তাই তিনি এখন "জনগণের অধিকার" এবং "এস্টাবলিশমেন্টের বিরোধিতা"র কার্ড খেলিয়া নিজের রাজনৈতিক ভিত্তি শক্ত করিতে চাইছেন।তাহার এই অবস্থান পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত দিতেছে, যেখানে পুরনো শত্রু এবং মিত্রদের অবস্থান বদলাইয়া যাইতেছে।

শিশুদের উপর যৌন পীড়ন বন্ধ হোক

মতিউর রহমান

ওরা ফুলের মত সুন্দর। ভোরের শিশিরের মত শুভ্র, শুদ্ধ। ওদের মনটা সাদা কাগজের মত ধবধবে, সফেদ। ওরা নিষ্পাপ, পবিত্র। ওরা মর্তের মাটিতে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার আশীবাদ। ওরা আগামীর আলো। বিপুল বিশ্বে ওরা অফুরন্ত প্রাণ প্রবাহের প্রতীক। ওরা শিশু। ওরা মাতৃক্রোড়ে আশীবাদ-পুষ্প। সোনালি রোদের ঝলমলে হাসি। ওরা আশার আকাশে স্বপ্নের পাখি। মেঘ ছুঁয়ে ওরা বৃষ্টি আনে জীবনের রুখাশুখা প্রান্তরে। ওরা সবুজের হিল্লোল আর ফুলের হাসিতে ভরিয়ে তোলে পৃথিবী। জীবনের বিপুল তরঙ্গে জোয়ারের জল হয়ে ওরা ঢালে প্রাণপ্রবাহ। ওরা বোঝে না জাত-ধর্মের বৈরিতা, ধর্মান্ধতা। ওরা বোঝে না স্বার্থের সংঘাত, কুটিলতার কুনাট্য। ওরা বোঝে না লিঙ্গবৈষম্য। খিদে পেলে ওরা কাঁদে, পেট ভরা থাকলে ওরা হাসে। ওদের হাসিতে এক পৃথিবী আনন্দ, সুখের বর্ষণ ঘটায় পিতা-মাতা, পরিজনদের বুকের ভেতর। ওদের দুষ্টুমি-দূরন্তপনা আছড়ে পড়ে মাতৃক্রোড়ে। মাতৃস্নেহের সুধায় ওরা স্নাত হয়, স্নিগ্ধ হয়। ওদের মুষ্টিবদ্ধ উত্তোলিত হাত সমস্ত অন্যায় অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়, দীপ্ত লড়াইয়ের অঙ্গীকার ঘোষণা করে। আগামীর দূত, অনাগত নতুন পৃথিবীর নাগরিক শিশুরা কেমন আছে দুনিয়াজুড়ে? ওরা ভালো নেই কোথাও। আমাদের দেশ ভারতেও একদম ভালো নেই ওরা। বিপন্ন ওদের শৈশব। যৌন নির্য্যাতনে নিত্য নিপীড়িত ওরা। শিশু-ধর্ষণ বিশেষত শিশুকন্যার ওপর যৌন নির্য্যাতন-ধর্ষণ বর্তমানে ভয়ংকর এক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে ব্যক্তি-মানসিকতার রন্ধে রন্ধে, সামাজিকতার শরীরজুড়ে বাসা বেঁধেছে এই মারণ ব্যাধি।

আমরা এক বিপন্ন সময়ের বাসিন্দা। ক্ষয়িষ্ণু, অসহিষ্ণু এ সময় আমাদের মন-মানসিকতায় ধরিয়েছে ঘুণ; বিবেক, মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধের ঘরে ঝুলিয়েছে তালা। আমরা ক্রমশ এক বোধহীন বিবেকহীন বিকৃত মানসিকতায় লালিত হচ্ছি। শিশু- ধর্ষণ নিঃসন্দেহে একটি অসুস্থ প্রবণতা। সামাজিক অবক্ষয় যখন চূড়ান্ত আকার ধারণ করে তখনই এই প্রবণতা চরম আকার ধারণ করে।

সামাজিক ও মানসিক অস্থিরতা, অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ, অসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক হিংসা-প্রতিহিংসা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে শিশুকন্যার উপর যৌন নির্য্যাতনের ঘটনা ঘটতে থাকে। বর্তমান সময়ে মানুষের বোধের ক্রমশ বিনাশ হচ্ছে। নৈতিকতা, শুভাশুভ, ভালমন্দ বোধ হারিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে বিরাজ করছে ভয়ের সংস্কৃতি। রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন, মূল্যবোধের বিনাশ, অর্থনৈতিক আপোষ-বোঝাপড়া, ধর্মান্ধতা, মেরুকরণ, বিভাজন ইত্যাদি নানা কারণে ভয়ের সংস্কৃতি ক্রমশ মাথা তুলছে। ফলস্বরূপ শিশু-ধর্ষণের মতো ঘটনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সমাজমাধ্যমের অপব্যবহার, মাদক সেবন, শিশু-কিশোরদের আচরণগত সমস্যার কারণে ঘটনাগুলির সংখ্যা ও ব্যাপকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিছুকাল আগের একটি পরিসংখ্যান বলছে, বছরের প্রথম ছ'মাসে আমাদের দেশে চব্বিশ হাজারের বেশি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য অনুসারে, এক্ষেত্রে সবার উপরে আছে যোগী আদিত্যনাথের উত্তর প্রদেশ। এমনিতেই সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অপরাধ প্রবণতা ব্যাপকহারে বেড়ে গিয়েছে। শিশুদের ওপর যৌন নির্য্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসনের রক্তচাপ যে বাড়াবে তাতে সন্দেহ নেই। গত ছ'মাসে সেখানে তিন হাজার চারশো সাতান্নটি শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

উত্তরপ্রদেশের পরেই আছে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান আর

> বর্তমান ভারতে শিশুকন্যার সামাজিক নিরাপত্তা একটি বড় মাপের প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নারীপ্রগতি, ছেলে-মেয়ে সবাই সমান- যতই বড় বড় গালভরা কথা প্রচার হোক না কেন, তা শুধু কথার কথা থেকে গিয়েছে, তা বাস্তব হয়ে ওঠেনি। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দিক দিয়ে সাম্যের তুলাদণ্ডে তা বড় হালকা থেকে গিয়েছে। সাম্যের আকাশে পৌঁছনো তো দূরস্থান, বর্তমানে মেয়েদের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে বারবার।

মহারাষ্ট্র। আমাদের রাজ্য শিশুর ওপর যৌন নিগ্রহের নিরিখে রয়েছে পঞ্চম স্থানে। এখানে গত ছ'মাসে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ১,৫৫১টি।

বর্তমান ভারতে শিশুকন্যার সামাজিক নিরাপত্তা একটি বড় মাপের প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নারীপ্রগতি, ছেলে-মেয়ে সবাই সমান যতই বড় বড় গালভরা কথা প্রচার হোক না কেন, তা শুধু কথার কথা থেকে গিয়েছে, তা বাস্তব হয়ে ওঠেনি। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দিক দিয়ে সাম্যের তুলাদণ্ডে তা বড় হালকা থেকে গিয়েছে। সাম্যের আকাশে পৌঁছনো তো দূরস্থান, বর্তমানে মেয়েদের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে বারবার। নারীর প্রতি বৈষম্য, বঞ্চনার যে সমস্যা-দৃষ্টিভঙ্গির দ্বিচারিতা দূর না হলে তার উন্নতি সম্ভব নয়। মেয়েদের ক্ষমতায়ন পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক বিকাশ না হলে সমস্যার শেকড় আরও শক্ত হবে। লিঙ্গবৈষম্য দূর না হলে স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্ন দূর আকাশের তারাই থেকে যাবে, কখনও বাস্তব হয়ে উঠবে না। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়েছে মূল্যবোধের নিরন্তর চর্চা আবশ্যক। শিশুদের দিতে হবে। সংবেদনশীলতার শিক্ষা। সংবেদনশীল, দায়িত্ববান নাগরিক গড়ে তোলার জন্য শিশুদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। শিশুর উপর যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে পসকো (সংশোধনী) বিল পাস হয়েছে। এই বিল অনুসারে, শিশুদের উপর যৌন নির্য্যাতনে দোষী সাব্যস্ত হলে ন্যূনতম কুড়ি বছরের কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। শিশু-পর্নোগ্রাফি রোধ করার সংস্থানও রয়েছে এই বিলে। যেভাবে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে তাতে কঠোর শাস্তি ব্যাতিরেকে এই প্রবণতা কমবে না। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, পসকো আইন পাস হওয়ার পর তো অনেক সময় পেরিয়ে গেল, কিন্তু এই আইন শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন বন্ধ করতে পারলো কোথায়? আসল কথা হচ্ছে, শুধু আইন থাকলেই হবে না, তার প্রয়োগ যথার্থ হওয়া চাই। সঠিকভাবে তার বাস্তবায়ন না হলে সমস্যা কমবে না। নির্দিষ্ট সময়ে তদন্ত, আবেদনের দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তি, জামিনের কড়াকড়ি, নতুন ফাস্ট ট্র্যাক আদালত, দ্রুত শাস্তিপ্রদান প্রয়োজন। আর প্রয়োজন পুলিশ-প্রশাসন, রাষ্ট্রযন্ত্রের আন্তরিক প্রয়াস।

মনে রাখতে হবে, শিশুর নিরাপত্তা প্রদান রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজ। তবে সব দায় রাষ্ট্রের উপর ছেড়ে দিলে হবে না। এক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। আমরা সবাই যদি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি তবে আমরা নিশ্চিত, নতুন ভোরের দূত শিশুদের জন্য আমরা বাসযোগ্য ভূমি নির্মাণ করতে পারবো, রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিড়ে আনতে পারবো প্রস্ফুটিত সকাল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

গৌতম বুদ্ধ

চিরন্তন প্রামাণিক।। সম্প্রতি আমার স্টাডি টেবিলে একটি পাথরের বুদ্ধ মূর্তি স্থান পেয়েছে। এটি আমি পোর্টব্লেয়ার থেকে জিএসটি সহ যথাযথ মূল্যে কিনেছি। যদিও ভগবান বুদ্ধকে জাগতিক কোনও মূল্যে আদৌ কেনা সম্ভব কি না, এরকম বৈপ্লবিক, তাত্ত্বিক, অরাজনৈতিক, কাব্যিক এবং দার্শনিক প্রশ্ন আমার মনকে মাঝে মাঝেই ঝাঁকি দিয়ে যায়। তথাপি সেই মূর্তিকে নিজের সম্পত্তি ভেবে আমি এক ধরনের শ্লাঘা বোধ করি। এই বোধকে আধ্যাত্মিক দেমাক বা দৈবিক অহংকার বলা যেতে পারে। আমাদের পাড়ার এক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী দাদা আছেন, যাঁকে বলতে শুনেছি পয়সা ফেললে মাগুরের আঁশ, মোরগের ডিম, সুতির রেনকোট, রংহীন রামধনু, হৃদয়হীন ভালোবাসা, এমনকী হাসিমুখো গাধা পর্যন্ত জোগাড় হয়ে যায়। বুদ্ধ তো এই সেদিন পর্যন্ত লুম্বিনীর বাগানে মর্নিং ওয়াক করতেন, তাঁকে কেনা আর কী এমন!

দোকানদার দর হেঁকেছিল সাতশো আশি। মেরেকেটে পাঁচ ইঞ্চির মূর্তির এত দাম কেন, জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পেলাম, সেটি কোরাল ডাস্ট দিয়ে তৈরি। দুনিয়ায় মাটি যেখানে এত সহজলভ্য, সেখানে ডানপিটে সমুদ্রের মর্মমূল থেকে কোরাল তুলে, কঠিন নির্মমতায় তাকে মেশিনে গুঁড়িয়ে, বুদ্ধ মূর্তি স্থাপনের ভিতর কী কারণ আমি বলতে পারব না। অবশ্য লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া মানব জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লেজ খসে গেছে কবেই, এবার বুদ্ধি বিসর্জনের পালা। কোরাল ডাস্টের তৈরি তথাগত নিশ্চয়ই আরও বেশি প্রাণময় হবেন! তিনি নিশ্চয়ই আমার উপর ধারাবাহিকভাবে আরও বেশি আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন! আমি মোহিত হয়ে দেবমূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আহা! অমন সুন্দর মুখখানি যদি আমার হতো! নিদেনপক্ষে ওই মায়াময় চোখ! আম বাঙালি দরদামের ক্ষেত্রে যে দক্ষতা এবং ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন, আমার পক্ষে সেই আর্ট এখনও কব্জা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এর দু'টি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। এক, আমি স্বল্পভাষী এবং সততই তর্কাতর্কি এড়িয়ে চলতে পছন্দ করি। অনর্গল কথা বলা আমার কাছে দুঃখবাহিনী নদীর মতো, ঝলসে ওঠা ছুরির মতোই দুঃসহ। দুই, আমি সত্যি সত্যি বাঙালি নই, হয়তো মোঙ্গলয়েড। গায়ের রং বিচার্য হলে জারোয়া বা নেগ্রিটো উপজাতি হবার সম্ভাবনাও আছে ষোলো আনা। এসবের নিরাস হল, দোকানির ঘোষিত দামের বিরুদ্ধে আমি অসহযোগিতার হরতাল ডাকতে পারিনি। স্বর উঁচিয়ে বলতে পারিনি, ধনতন্ত্র নিপাত যাক! কথা না বাড়িয়ে দু'টি পাঁচশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তার হাতে। সে বোধহয় আমার থেকে এতখানি সত্যাগ্রহ আশা করেনি। পানমুখে লাল হাসি হেসে বলেছিল বগবান বুধআপকা ভালা করেগা। থুতু ছিটকে এসেছিল আমার সদ্য কেনা দেড়শো টাকার সাদা টি শার্টে। ভাগ্যিস এসেছিল! কাচার পর দেখলাম গেঞ্জিটায় বেশ বাটিক প্রিন্টের মতো, লাল লাল মিনি গোলাপ ফুটেছে। বিনিপয়সায় যে এত সুন্দর আর্ট পেয়ে যাব, ভাবতেই পারিনি।

দোকানির দূরদৃষ্টি আছে বলতেই হবে! 'বগবান বুধ, আমার 'ভালা' করেছেন এবং করেও চলেছেন। তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে এখন মাঝে মাঝে আমি ধ্যানে বসি। কথা বলা আরও কমিয়ে দিয়েছি এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গের তৃতীয় অনুচ্ছেদ, 'সম্যক বাক্য' স্তরে পৌঁছেছি। খুব শীঘ্রই আমি ইশারায় কাজকর্ম শুরু করব। কাউকে ভালোবাসি বোঝাতে মাথা নিচু করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকব। সাদা পায়রার পরিবর্তে রাষ্ট্রপুঞ্জ এখন আমাকেই শান্তির দূত হিসাবে রাশিয়া বা গাজায় পাঠাতে পারেন বিনামূল্যে।

আমাদের পাড়ার রত্না মাসিমা মূর্তি দেখে থুড়ি, মূর্তির দাম শুনে চমকে উঠলেন অ্যাঁ, সাতশো আশি! রাম ঠকিয়েছে তোকে। এ জিনিস আশি টাকার এক পয়সা বেশি হবে না। বাজার অর্থনীতি এবং দ্রব্যমূল্যের উপর মাসিমার এই রূঢ় সিদ্ধান্ত আমাকে ভয়ানক বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিল। আমি মনে মনে ঝামা ইটের মতো শুকিয়ে গেলাম। রাম, রাবণ, বিভীষণ বা হনুমান যিনিই ঠকান না কেন, সাতশো টাকা নেহাত কম নয়। সাতশো টাকায় কেজি দশেক চাল, ততোধিক আটা, অসংখ্য বিস্কুটের প্যাকেট, তিনটে কবিতার বই, একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি, বেশ কিছু শান্তিনিকেতনী রুমাল, দুটো সেকেন্ড হ্যান্ড রোদ চশমা, সোয়া তিনকেজি মুরগি, চার চারটে স্যান্ডো গেঞ্জি হয়ে যায়। সামনের অঘ্রানে প্রতিবেশী হারুদার মেয়ের বিয়ের উপহার হিসাবে দিব্যি একটা শরবত সেট বা ডাবল বেডশিট হয়ে যেত! আবার পোর্টব্লেয়ার ফিরে গিয়ে, বুদ্ধকে ফেরত দিয়ে আসার কথা বলতেই মাসিমা হতাশার সুরে বললেন - গবেট! হাঁদারাম! মূর্খ! গাধা! ন্যাংটো শিশুর মতো কথা বলছিস! তোর মাথায় শুকনো গোবর ছাড়া কিচ্ছু নেই। সাতশো টাকা বাঁচাতে যে সাত হাজার খরচ হবে সেটা কবে বুঝবি? এবার থেকে দরদাম করতে শেখ, বুঝলি? বুদ্ধু কোথাকার!

মাসিমার নিষ্ঠুর বিশেষণে, প্রখর গ্রীষ্মে জল না পাওয়া মাধবীলতার মতো আমি একেবারে নেতিয়ে পড়লাম। মনে হল, কোনও ইংরেজ শাসক শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে মনের আনন্দে আমার পিঠের ছাল তুলে নিল। নিজের উপর প্রবল ধিক্কার জন্মাল। শেষ পর্যন্ত একজন দোকানির কাছে গোহারা হারলাম! মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করার সাহস হল না, 'বুদ্ধু' আর 'বুদ্ধ' কি প্রায় সমোচ্চারিত সমার্থক শব্দ? মাথায় গোবর ঢুকলই বা কোথা দিয়ে? যদি ঢুকেই থাকে তাকে বের করা যায় না কেন?

গতকাল রাত্রে আমার বাড়িতে চোর এসেছিল। চোরের দূরদৃষ্টির অভাব বলতে হবে, নইলে আমার বাড়িতে কেউ কখনও চুরি করতে আসে? বাইরের ঘরে, থাকার মধ্যে আছে কিছু বই, ডায়রি, কলম, ড্রয়ারে বাজার ফেরত কিছু পয়সা, টর্চ, মাছের রক্ত-আঁশ লেগে থাকা বাসি নোট, উপহার পাওয়া একটা জাপানি ফুলদানি, চশমা, ঘড়ি, আতরের শিশি, গীতার পকেট সংস্করণ, শ্রীজাত আর শক্তি চ্যাটার্জির কবিতার বই, ফ্যামিলি ফোটো, ক্যানডিড পাউডার, ওষুধের স্ট্রিপ, জলের বোতল।

চোর এসেছিল জানতে পারলাম স্ত্রীর চিৎকারে চোর এসেছে, চোর এসেছে। এখনও মড়ার মতো ঘুমাচ্ছ কী করে? তাড়াতাড়ি ওঠ।

আমি চাদরের ভেতর থেকে শুনলাম মোহর এসেছে! মোহর বউদি, আমাদের প্রতিবেশী, ডাঃ সুখেন রায়ের সহধর্মিণী। আমি ঘুম জড়ানো স্বরে বললাম চেঁচাচ্ছ কেন? ওঁকে বসতে বল। আমি ফ্রেশ হয়ে দেখা করছি।

পৃথিবীর সব স্ত্রীই স্বামীর মনের দুর্বলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন। আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল দেখা করছি? শখ কত! কতবার বলেছি, মোহর বউদিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাটা বন্ধ কর। ভালো করে শোনো, চোর আর মোহর প্রায় সমোচ্চারিত কিন্তু ভিন্নার্থক শব্দ। এখন দেখবে চল চোরের কীর্তি!

বাইরের ঘরে এসে দেখি, প্রবল ঝড় বয়ে গেছে সবকিছুর উপর। বই, খাতা, চেয়ার, টেবিল, দেয়াল ঘড়ি সব লণ্ডভণ্ড। খুচরো এবং নোট যেটুকুই বা ছিল না কেন, তার পুরোটাই লোপাট করেছে রাতের অতিথি। এমনকী সোফার বসার জায়গাগুলোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখেছে, ভিতরে মণিমুক্তো ঠাসা আছে কি না! গতমাসেই খুব পছন্দ করে বালিশগুলো কিনেছিলাম! সি গ্রিন কালারের। আমি ডুকরে উঠলাম। আমার সাধের জাপানি ফুলদানি, আতরের শিশি, দামি ঝর্ণা কলম, আফটার শেভ, ব্যবহৃত পাঞ্জাবি, আমার দিনরাত্রির সঙ্গী হাত ঘড়ি, সবকিছুই আমাকে বিদায় জানিয়ে শুধু একরাশ দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাস রেখে গেছে।

হঠাৎ বুদ্ধ মূর্তির কথা মনে এল! এতক্ষণ মন খারাপের অনুভূতিতে তথাগতের কথা মনেই আসেনি। স্টাডি টেবিলের দিকে তাকাতেই ছ্যাঁতকরে উঠল বুক! রক্তে একশো কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল প্রবল আস্ফালনে। তিনি নেই! আমি ছেঁড়া সোফার উপরেই ধপ করে বসে পড়লাম। স্পষ্ট মনে আছে, রিডিং ল্যাম্পের ঠিক পাশেই মূর্তিটা রাখা থাকত। বইয়ের তাক, টেবিলের তলা, ড্রয়ার, আলমারি, তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। নাহ চোর, ভগবানকেও ছেড়ে কথা বলেনি। মহাকলি! পৃথিবীর বিনাশকাল আসন্ন। মূর্তিটার উপর এই ক'দিনেই আমার অন্যরকম একটা মায়া পড়ে গেছিল। মাসিমার কথানুযায়ী, দামের নিরিখে হয়তো ঠকেছিলাম, কিন্তু ওই পাঁচ ইঞ্চি কোরাল বুদ্ধর দিকে তাকালেই মনের সব জ্বালা, যন্ত্রণার উপর স্নেহের প্রলেপ পড়ত। যেদিন আঁধার করে বৃষ্টি নামত, যেদিন মেয়েকে অন্যায় ভাবে শাসন করতাম, যেদিন কিছুই ভালো লাগত না, যেদিন মায়ের কথা মেঘ হয়ে উড়ে আসত মনে সেদিন আমি গৌতম বুদ্ধের দিকে তাকিয়ে বেঁচে থাকার রসদ পেতাম। ইসস অন্ততঃ মূর্তিটা যদি রেখে যেত সে! আমি মনে মনে ভেঙে পড়লাম।

মিনিট দশেক পর তৈরি হয়ে থানায় ডায়রি করতে বেরচ্ছি। সদর দরজার দু'হাত আগেই ল্যান্টেনা ক্যামারা ঝোপের দিকে চোখ আটকে গেল। বর্ষার জলে পুষ্ট গাছে লাল, হলুদ অসংখ্য ফুল ফুটেছে। একটা কাঠবেড়ালি মনের আনন্দে লেজ নাড়ছে। দুটো গঙ্গাফড়িং শুঁড়ে শুঁড়ে লড়াইয়ে মগ্ন। হঠাৎ চোখ গেল মাটির দিকে! কী যেন একটা চোখে পড়ছে? তর সইল না! ঝুঁকে দেখি ঘাসের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে কোরাল ডাস্ট। এক মুহূর্তের মধ্যে তুলে নিলাম ভগবানকে। নাহ কোথাও ভাঙে টাঙেনি। অটুট রয়েছেন তিনি। নিশ্চয়ই পালাবার সময় চোরের বোঁচকা থেকে পড়ে গেছে। আমার ডুবন্ত সপ্তডিঙ্গা আবার কোন মন্ত্রবলে ভেসে উঠল। খুশির জয়ন্তীমল্লার বেজে উঠল বাগান জুড়ে। আমি পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলাম ইউরেকা, ইউরেকা।

স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল কী হল? চেঁচামেচি কীসের? থানায় যাবে না?

আমি মূর্তিকে বুকের কাছে ধরে বললাম থানার প্রয়োজন নেই। দুঃখ হরণকারী ভগবানকে ফিরে পেয়েছি। বলতে পার চোর আমার জীবনকে রেখে গেছে নিজের খেয়ালে। আজ বরং তুমি দুপুরে মাসিমাকে নিমন্ত্রণ কর। আমি বাজার থেকে ভালো ইলিশ নিয়ে আসছি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলা টাউন হলে মঙ্গলবার ভারত ফার্মাসিউটিক্যালের কলেজ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল।

পাটনায় তীব্র শীতের কারণে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ, নির্দেশিকা জারি

পাটনা, ২৩ অক্টোবর : পাটনায় চলমান তীব্র শীতপ্রবাহের কারণে জেলার প্রশাসন শুক্রবার পর্যন্ত ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

পাটনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ত্যাগরাজন এস.এম. জানান, তীব্র শীতের কারণে শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সঙ্হিতা, ২০২৩ এর ১৬৩ ধারা অনুযায়ী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পাটনা জেলায় সকল সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়, প্রি-স্কুল এবং আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সব ধরনের পাঠদান স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই আদেশে বলা হয়েছে, ৮ম শ্রেণী এবং তার উপরের ক্লাসগুলো সকাল ১০টা থেকে ৩.৩০টা পর্যন্ত চলতে পারে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে ক্লাসসমূহ পুনঃতফসিল করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব-বোর্ড এবং বোর্ড পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ ক্লাস ও পরীক্ষাগুলি এই আদেশের আওতামুক্ত থাকবে।

এই নির্দেশিকা পাটনা জেলায় মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, যা ১৯ ডিসেম্বরের পূর্ববর্তী আদেশেরই একটি অনুসরণ।

মঙ্গলবার পাটনায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পূর্বাঞ্চলীয় ঝোড়ো বাতাস এবং ঘন কুয়াশার কারণে বিহারের অধিকাংশ জেলা তীব্র শীতের কবলে পড়েছে। ছয়টি জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যাওয়ায় দক্ষিণ বিহারের বিভিন্ন অংশে শীতপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের মতে, আগামী দুই দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। পশ্চিমমুখী বাতাসের কারণে শীতের পরিস্থিতির কোনো বড় ধরনের উন্নতি হবে না।

নলন্দা জেলার রাজগিরে রাজ্যে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, ৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গয়া শহরেও তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় সকালের সময় ৫০ মিটার দূরত্বেও দৃষ্টিসীমা খুব কম ছিল, যার ফলে সড়ক এবং রেল চলাচলে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটেছে।আগামী দুই দিন সকালবেলা ঘন থেকে মাঝারি কুয়াশার প্রবাহ হতে পারে। তবে, দিনে তাপমাত্রা ১ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে, কারণ সূর্যের আলো বাড়বে।

রাজ্যে বর্তমানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রয়েছে, এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত রয়েছে।

তীব্র শীত এবং কুয়াশার কারণে শিশু, বৃদ্ধ এবং দৈনিক মজুরি কর্মীদের জন্য বিশেষ কষ্টকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে সকালবেলা।

বিহার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর জনগণকে উষ্ণ পোশাক পরিধান করার, সকাল ও সন্ধ্যার সময় বাইরে না যাওয়ার এবং শিশু ও বৃদ্ধদের বিশেষ যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, যাতে শীতজনিত অসুস্থতা থেকে তারা সুরক্ষিত থাকতে পারেন।

ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আর্থিক সেবা আনেক্সের আলোচনা সমাপ্ত, দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতায় নতুন দিগন্ত

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : ভারত এবং নিউজিল্যান্ড সোমবার ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আর্থিক সেবা আনেক্স নিয়ে আলোচনা শেষ করেছে, যা দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত সহযোগিতাকে শক্তিশালী করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আলোচনা আনুষ্ঠানিকভাবে ২২ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে, এবং ১০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত বৈঠকের পর এটি সমাপ্ত হয়।

এই আর্থিক সেবা আনেক্স নিয়ে আলোচনা মে ২০২৫ সালে শুরু হয় এবং এটি ১৮টি অনুচ্ছেদসহ একটি ব্যাপক কাঠামোতে রূপ নেয়, যা পূর্ববর্তী মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি থেকে ভারতের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। এই আনেক্সটি এফটিএ-এর সেবা বাণিজ্য অধ্যায়ের অংশ এবং এটি সাধারণ বাণিজ্য চুক্তির আওতায় গ্যাটস এর অধীনে থাকা সাধারণ প্রতিশ্রুতিগুলির চেয়ে আরও বেশি কিছু অন্তর্ভুক্ত করে।

ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতে, এই চুক্তিটি ভবিষ্যতপন্থী, সুষম এবং আর্থিক সেবায় সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা বাজার প্রবেশের সুবিধা সৃষ্টি করবে এবং দুটি দেশের আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে সংহতি গভীর করবে।

এই আনেক্সটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৈদ্যুতিন পেমেন্ট এবং রিয়েল-টাইম লেনদেন অবকাঠামোতে সহযোগিতা। ভারত এবং নিউজিল্যান্ড একসাথে কাজ করবে দেশীয় পেমেন্ট ইন্টারঅপারেবিলিটি উন্নয়ন এবং দ্রুত পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সীমান্তের মধ্যে রিয়েল-টাইম রেমিট্যান্স ও ব্যবসায়িক পেমেন্টের সুবিধা নিশ্চিত করতে।

এই প্রস্তাবটি ভারতের ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করবে এবং ভারতীয় পেমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য বাজার সুযোগ সৃষ্টি করবে, বিশেষত ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস এবং ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলিতে ভারতের দক্ষতা ব্যবহার করে।

চুক্তির মধ্যে আর্থিক প্রযুক্তি এবং নিয়ন্ত্রক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও সহযোগিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উভয় দেশই নিয়ন্ত্রক এবং ডিজিটাল স্যান্ডবক্স কাঠামোর মাধ্যমে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে, যা সীমান্তে ফিনটেক পরীক্ষা, জ্ঞান আদান-প্রদান এবং নিয়ন্ত্রক শেখার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এটি ভারতকে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের মধ্যে একটি ফিনটেক হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ডেটা শাসনের বিষয়ে, এই আনেক্সে প্রতিটি দেশের আর্থিক তথ্য স্থানান্তর, প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য আইনগত ও নিয়ন্ত্রক শর্তাদি বজায় রাখার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। এটি ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল কার্যক্রমের সুবিধা প্রদান করবে, তবে ডেটার সার্বভৌমত্ব এবং গ্রাহক গোপনীয়তা রক্ষা করতে নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে।

চুক্তির আওতায় ব্যাংকিং এবং বিমা খাতে ভারতীয় ব্যাংকগুলোর জন্য বাজার প্রবেশের সুযোগ এবং জাতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ভারত ব্যাংকিং এবং বিমা খাতে বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগ সীমা বাড়িয়েছে এবং একটি উদার ব্যাংক শাখা লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, যার মাধ্যমে আগামী চার বছরে ১৫টি ব্যাংক শাখা প্রতিষ্ঠা করা যাবে পূর্বের গ্যাটস সীমা ছিল ১২ শাখা।

এই কমিটমেন্টগুলি ভারতীয় ব্যাংক, বিমা কোম্পানি এবং আর্থিক সেবা প্রদানকারীদের নিউজিল্যান্ড বাজারে সম্প্রসারণে সাহায্য করবে, এবং নিউজিল্যান্ডের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতীয় আর্থিক সেবা খাতে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

এই আর্থিক সেবা আনেক্সটি নির্দিষ্ট বাজার প্রবেশের নিয়ম, নিয়ন্ত্রক স্বচ্ছতা এবং সহযোগিতা কাঠামো তৈরি করে, যা দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ, প্রতিষ্ঠানিক উপস্থিতি এবং সেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি আনবে। চুক্তিটি ভারতের আর্থিক সেবা খাতে নিউজিল্যান্ডের উপস্থিতি সম্প্রসারণ এবং নিউজিল্যান্ডের প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতের গতিশীল আর্থিক বাজারে প্রবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বর্তমানে, দুটি ভারতীয় ব্যাংক—ব্যাংক অব বরোদা এবং ব্যাংক অব ইন্ডিয়া — নিউজিল্যান্ডে শাখা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যেখানে মোট চারটি শাখা রয়েছে। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডে এখনও কোনো ব্যাংকিং বা বিমা প্রতিষ্ঠান নেই, এবং কোন ভারতীয় বিমা কোম্পানি নিউজিল্যান্ডে কাজ করছে না।

আরবালি পর্বতমালার সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়

নয়া দিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি একটি ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছে, যা আরবালি পর্বতমালার সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং তার সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ রায়টি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, খনি উত্তোলন এবং পরিবেশগত সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ও একক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে।

আধুনিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন আরবালি পর্বতমালাটি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যদিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাটজুড়ে বিস্তৃত। এই পর্বতমালা পরিবেশগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মরুভূমির বিস্তার রোধে সহায়ক এবং জীববৈচিত্র্য, জল সম্পদ ও জলবায়ু স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

আরবালি পর্বতমালা সুরক্ষিত রাখতে সুপ্রিম কোর্ট নতুন দুটি সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করেছেএকটি আরবালি পাহাড়ের জন্য এবং অন্যটি পুরো আরবালি রেঞ্জের জন্য। একটি আরবালি পাহাড়ের সংজ্ঞা হিসেবে যেকোনো ভূমিরূপ, যেটি তার চারপাশের স্থানীয় স্তরের থেকে ১০০ মিটার বা তার বেশি উঁচু, তা আরবালি পাহাড় হিসেবে গণ্য হবে। একইভাবে, দুটি বা তার অধিক পাহাড় যদি ১০০ মিটার উচ্চতার শর্ত পূর্ণ করে এবং তাদের মধ্যে ৫০০ মিটার বা কম দূরত্ব থাকে, তবে তা আরবালি রেঞ্জ হিসেবে গণ্য হবে।

এই সংজ্ঞাগুলির মাধ্যমে আরবালি রেঞ্জের সুরক্ষা এবং তার বিভিন্ন অঞ্চলের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

২০২৫ সালের ২০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে একটি সাসটেইনেবল মাইনিং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা আরবালি পর্বতমালার সম্পূর্ণ অঞ্চলে কার্যকর হবে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে খনি উত্তোলনের জন্য স্থায়ী এবং পরিবেশগতভাবে সুরক্ষিত অঞ্চলের চিহ্নিতকরণ করা হবে এবং সেগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা হবে।

রায়ে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবালি অঞ্চলের ৩৭টি জেলার জন্য পৃথক পরিবেশগত মূল্যায়ন করা হবে, যেখানে অনুমোদিত খনি উত্তোলন এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হবে এবং সংরক্ষণযোগ্য এলাকাগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

বর্তমানে, আরবালি অঞ্চলের মোট ১৪৪,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় খনি উত্তোলনের ক্ষেত্রে অনেক বিধিনিষেধ রয়েছে। বিশেষত, দিল্লির কোনো অংশেই খনি উত্তোলন অনুমোদিত নয়। রাজস্থান, হরিয়ানা এবং গুজরাটের কিছু অঞ্চলও খনি উত্তোলনের জন্য নিষিদ্ধ।

প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুসারে, রাজস্থানের রাজসমন্দ এবং উদয়পুর জেলার প্রায় ৯৭ থেকে ৯৯ শতাংশ এলাকা খনি উত্তোলনের জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। হরিয়ানার মহেন্দ্রগড় জেলায় প্রায় ৭৫ শতাংশ এবং গুজরাটের সাবারকণ্ঠ জেলায় প্রায় ৮৯ শতাংশ এলাকায় খনি উত্তোলন নিষিদ্ধ থাকবে।

এই রায়ের মাধ্যমে একটি সুষম পরিবেশগত উন্নয়ন এবং খনি ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশ সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে ভারসাম্য বজায় রাখবে।

অসমের কার্বি আংলং জেলায় নতুন করে সহিংসতা, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ

কার্বি আংলং (অসম), ২৩ ডিসেম্বর : উচ্ছেদ অভিযানের সঙ্গে সম্পর্কিত নতুন করে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ায় অসমের কার্বি আংলং জেলার দুটি উপ-জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সোমবার সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন। দুটি প্রতিবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত আটজন আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে ভিড় ছত্রভঙ্গ করেছে।

হোম অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের জারি করা এক সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছে, জনসাধারণের "শান্তি ও শৃঙ্খলা" বজায় রাখা এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি রোধের স্বার্থে ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

নিষেধাজ্ঞা জারি থাকা সত্ত্বেও, সোমবার যাদের দোকানপাট ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ, সেই সব মানুষ নারী ও শিশু সহ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। একই সময়ে, আদিবাসী বেল্ট থেকে দখলদার উচ্ছেদের দাবিতে অন্য একদল আন্দোলনকারী খেরোনি বাজার এলাকায় জমায়েত হন।

সোমবারের সহিংস ঘটনার পর মঙ্গলবার কার্বি আংলং জেলায় ব্যাপক নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়। অসম পুলিশের আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক আইজি অখিলেশ কুমার সিং জানান, শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং জনগণকে আইনসম্মত পথে অভিযোগ জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, একটি পক্ষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, অন্য পক্ষের উচ্ছেদও শীঘ্রই হবে। শান্তিপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। একজন মন্ত্রী মানুষের অভিযোগ শুনতে এসেছিলেন। কারও কোনও সমস্যা থাকলে আইনগত পথে এগোনো উচিত। কেউ যেন আইন নিজের হাতে না নেয়। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।জনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে জেলায় ভারতীয় ন্যায় সুরক্ষা সংহিতা (**BNSS**)-এর ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। কার্বি আংলং জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিরোলা ফাংচোপির জারি করা নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী, ২২ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই ধারা কার্যকর থাকবে। এই নির্দেশে পাঁচজন বা তার বেশি মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিকেল ৫টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত মানুষ ও ব্যক্তিগত যানবাহনের চলাচলের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।এছাড়াও মিছিল, পিকেটিং, মশাল মিছিল ও জনসমক্ষে ধর্ণা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র বহন, আতশবাজি ফোটানো এবং কোনও উসকানিমূলক বা দেশবিরোধী বক্তব্য, পোস্টার বা দেওয়াললিখন প্রদর্শন বা প্রচারেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। পূর্বানুমতি ছাড়া লাউডস্পিকার বা মাইক্রোফোন ব্যবহারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৩৮তম ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো শতাব্দী এন্ডোউমেন্ট বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করেছেন

নয়া দিল্লি, ২৩ অক্টোবর: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন যে, নিরাপত্তা হল অর্থনৈতিক বিনিয়োগ এবং উন্নয়নের প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে একটি। তিনি বলেন, 'সমৃদ্ধ ভারত' গঠনের জন্য 'সুরক্ষিত ভারত' গঠন অপরিহার্য। আজ নতুন দিল্লিতে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি)-এর ৩৮তম শতাব্দী এন্ডোউমেন্ট বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত বহু-মুখী নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ এবং হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে।

তিনি বলেন, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উত্তেজনা, সন্ত্রাসবাদ, বিদ্রোহ, এবং সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদ ঐতিহ্যগতভাবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাইবার অপরাধ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে উদিত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, দেশের যে কোনও অংশে নিরাপত্তার অভাবের প্রভাব, প্রভাবিত অঞ্চলের চেয়ে অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বামপন্থী উগ্রবাদ প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে গেছে। তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কর্মরত বাহিনী ও এজেন্সিগুলোর কার্যক্রম বামপন্থী উগ্রবাদ দূরীকরণের পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।'

এছাড়া, তিনি উল্লেখ করেন যে, কিছু উদ্যোগের মাধ্যমে আদিবাসী এবং দূরবর্তী অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, বামপন্থী উগ্রবাদী এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠী দ্বারা মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে বলেন, এটি তথ্য এবং যোগাযোগের দুনিয়া পাল্টে দিয়েছে। তাঁর মতে, সোশ্যাল মিডিয়া সৃজন এবং ধ্বংস, উভয়ই করার ক্ষমতা রাখে। তিনি বলেন, 'মানুষদের ভুল তথ্য থেকে রক্ষা করা একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কাজ। এটি ধারাবাহিক এবং অত্যন্ত কার্যকরভাবে করতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, জাতীয় স্বার্থে সত্য ভিত্তিক তথ্য প্রস্তাবকারী সক্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের একটি সম্প্রদায় তৈরি করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু আইবি'র অবিস্মরণীয় অবদান প্রশংসা করে বলেন, 'এটি অদৃশ্য নায়কদের এজেন্সি।' তিনি বলেন, 'আইবি দেশের জনগণকে নিরাপত্তা দেওয়ার এবং জাতির একতা ও অখণ্ডতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকা পালন করছে।'তিনি বলেন, গত এক দশকে আইবি এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলি দেশীয় নিরাপত্তা হুমকি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু আইবি'র বক্তব্যে আরও বলেন, এই বক্তৃতার বিষয় 'জন-কেন্দ্রিক জাতীয় নিরাপত্তা: উন্নত ভারত গঠনে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ' দেশটির জন্য তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, আইবি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে যে, জাতীয় নিরাপত্তা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব।তিনি আরও বলেন, সচেতন নাগরিকরা সরকারি নিরাপত্তা সংস্থাগুলির প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী সমর্থন প্রদান করতে পারে। রাষ্ট্রপতি জানান, 'সামাজিক অংশগ্রহণ জাতীয় নিরাপত্তা শক্তিশালী করে এবং এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে সচেতন নাগরিকরা নিরাপত্তা সংকটগুলো মোকাবিলায় পেশাদার বাহিনীর সহায়তা করেছে।'

রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, 'দেশের নাগরিকদের স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণ ও কল্যাণের জন্য একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত, যা ২১ শতকের জটিল নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে।'

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, মন্ত্রী সঞ্জয় কুমার এবং স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন।

আইবি পরিচালক তপন কুমার ডেকা বলেন, 'আইবি সবসময় দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শক্তিশালী করতে নেতৃত্ব দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'আইবি কর্মকর্তা জাতীয় নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।'

বিজেপি নেতার 'টিভি সিরিয়াল' তীর্যক মন্তব্য বিআরএস-ফোন ট্যাপিং কাণ্ডে তদন্তের দাবি

হায়দরাবাদ, ২৩ ডিসেম্বর : তেলেঙ্গানার দুই প্রধান বিরোধী নেতা — ভারত রাষ্ট্র সমিতি প্রধান কেচি অন্ধ্রশেখর রাও এবং তার পুত্র, দলের কার্যকরী সভাপতি কেটি রামা রাও — এর বিরুদ্ধে পুলিশ নোটিস পাঠানো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিজেপি নেতা বান্দি সঞ্জয় কুমার।

বিএসপি নেতাদের বিরুদ্ধে অবৈধ ফোন ট্যাপিং এবং ফর্মুলা-ই রেস স্ক্যামসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চলছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি নেতা সরকারের উদ্দেশ্য ও তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, 'কংগ্রেস সরকার তদন্তে যে আগ্রহী নয়, তা স্পষ্ট।'

বান্দি সঞ্জয় কুমার অভিযোগ করেন, 'বিআরএস নেতারা এতটা অধঃপতিত যে, তারা নিজেদের সন্তানদের এবং জামাইদের ফোন ট্যাপ করেছে, যা বহু পরিবারের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করেছে।'

তিনি আরও দাবি করেন, বিআরএস নেতৃত্ব বিশেষ গোয়েন্দা ব্যুরো-কে 'রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেইল এবং অবৈধ উৎকোচ আদায়ের জন্য ব্যবহার করছে, যা এক সময় দেশের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত একটি প্রতিষ্ঠান ছিল।'

বিজেপি নেতা অভিযোগ করেন, 'ফোন ট্যাপিং কাণ্ডটি যেন এক দীর্ঘ টিভি সিরিয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেসব পর্ব এই কেস শুরুর সময় প্রচারিত হয়েছিল, সেগুলি এখন শেষ, কিন্তু এই তদন্ত এখনও প্রলম্বিত হয়ে চলেছে, কোনো ফলাফল ছাড়াই।'

তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, 'এসআইটি কি সত্যিকারভাবে অপরাধীদের বিচার করবে, না কি কেবল নোটিস ইস্যু করে হাত ধুয়ে ফেলবে?'

বান্দি সঞ্জয় কুমার দাবি করেন, রাজ্য সরকারকে এসআইটি-র উপর চাপ সৃষ্টি বন্ধ করতে হবে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে, যাতে তারা ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনাকারীদের চিহ্নিত করতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, 'এই তদন্ত শুধুমাত্র রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণের বিষয় নয়, বরং অর্থনৈতিক উৎকোচ আদায়ের দিকে নজর দিতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন, কিছু উচ্চ প্রোফাইল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ফোন ট্যাপ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে।'

এদিকে, নতুন গঠিত নয়-সদস্যবিশিষ্ট এসআইটি, যার নেতৃত্বে আছেন ভি সজ্জানার, তাদের তদন্তকে আরও তীব্র করেছে বলে জানা যাচ্ছে। বিশিষ্ট আমলা সোমেশ কুমার এবং অন্যান্য শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের পর তদন্ত আরও গভীর হয়েছে বলে সূত্র জানাচ্ছে।

রিপোর্টে বলা হচ্ছে, আসন্ন জানুয়ারির বিধানসভা অধিবেশন শেষ হওয়ার পর, বিএসপি শীর্ষ নেতাদের নোটিস প্রদান করা হতে পারে।বান্দি সঞ্জয় কুমার বলেন, 'ফোন ট্যাপিংয়ের ষড়যন্ত্রের প্রকৃত চেহারা জনসাধারণের সামনে আনা উচিত। আমরা একটি প্রতীকী তদন্ত চাই না, সম্পূর্ণ তদন্ত চাই।'

আগরতলা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আলোচনা-পর্যালোচনা পর্ব-তিন

কাঠিবাজি

বিহান গুহ

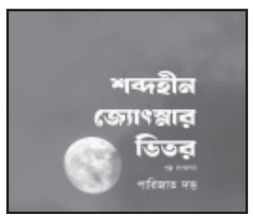

পারিজাত দত্তের রচিত 'কাঠিবাজি' একদিকে যেমন ক্ষমতার দম্ভ আর প্রতিহিংসার গল্প, তেমনই অন্যদিকে তা এক গভীর নৈতিক আত্মসমালোচনার আখ্যানও বটে। সংবাদপত্রের অন্দরমহলের জগৎ যেমন নিউজরুম, চেয়ার-টেবিল, ফোনকল, এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ এই চেনা পরিসরের মধ্যেই লেখক নির্মাণ করেছেন এক অস্বস্তিকর, অথচ অত্যন্ত বাস্তব এক চরিত্র 'গোরাপদ'।

গোরাপদ শুধুই একজন নিউজ এডিটর নন, তিনি এক ক্ষমতালোভী মানসিকতার প্রতীকও। 'কাঠি দেওয়া' এই শব্দবন্ধের মধ্য দিয়েই গল্পটি শুরুতেই তার নৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে। ক্ষমতা থাকলে মানুষকে অপমান করা, পিছনে ফেলা, সুযোগ বঞ্চিত করা এই সমস্তকিছুই যেন তাঁর কাছে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ। অফিসের জুনিয়র থেকে সহকর্মী, এমনকি নতুন প্রুফরিডার অন্তরা, সকলেই তাঁর ক্ষমতার পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে। অন্তরার সঙ্গে কথোপকথনে যে সূক্ষ্ম মানসিক নির্যাতনের চিত্র উঠে এসেছে, তা ভীষণভাবে চেনা ও অস্বস্তিকর। গল্পের অন্যতম শক্তি হল তাতে ব্যবহৃত ভাষা ও পর্যবেক্ষণ। নিউজরুমের ছোট ছোট খুঁটিনাটি বানান নিয়ে খোঁচা দেওয়া, 'স্যর-স্যর' সংস্কৃতি, ক্ষমতার দূরত্ব বজায় রেখে সম্ভ্রম আদায়ের কৌশল, সবই অত্যন্ত জীবন্ত। গোরাপদের অন্তর্লোক, তাঁর আত্মপক্ষসমর্থন, মদের আসরে নিজের 'গুরুত্ব' জাহির করার প্রবণতা, এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে চরিত্রটি একমাত্রিক খলনায়ক হয়ে ওঠে না, বরং তিনি হয়ে ওঠেন ভয়ংকরভাবে মানবিক।

বলরামের সঙ্গে গোরাপদের দ্বন্দ্ব গল্পটিকে রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির স্তরে নিয়ে গেছে। কীভাবে 'হাঁচা-মিছা' দিয়ে একটি সৎ মানুষকে ফাঁসানো যায়, কীভাবে ফিসফাস আর কানভাঙানি দিয়েই চরিত্র হনন সম্ভব, লেখক তা নির্মোহভাবে দেখিয়েছেন। এখানে সাংবাদিকতা নিজেই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তবে গল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী মুহূর্তটি আসে শেষাংশে। যেখানে গোরাপদ নিজের মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের মুখোমুখি হন। যে 'কাঠিবাজি' এত দিন তিনি আনন্দের সঙ্গে করে এসেছেন, তার প্রকৃত যন্ত্রণা তিনি সন্তানের চোখের জলে প্রথমবার অনুভব করেন। এই জায়গায় গল্পটি প্রতিশোধ বা নৈতিক বক্তৃতায় না গিয়ে এক গভীর নীরবতায় থেমেছে। যা পাঠককে দীর্ঘক্ষণ ভাবিয়ে রাখতে সক্ষম।

বলাইবহুল্য, 'কাঠিবাজি' আসলে ক্ষমতার নেশা, নৈতিক পতন এবং তার অনিবার্য মানবিক মূল্য নিয়ে লেখা এক তীক্ষ্ণ, প্রাসঙ্গিক ও সাহসী গল্প। সাংবাদিকতার ভেতরের অন্ধকার দিককে কেন্দ্র করে হলেও, এই গল্পের আবেদন অনেক বৃহত্তর, যে কোনও ক্ষমতাবান মানুষের আত্মপ্রতিচ্ছবি এতে ধরা পড়ে যায়।

শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর
লেখক : পারিজাত দত্ত
প্রকাশক : নীহারিকা প্রকাশনী
মূল্য : ৩০০ টাকা

বাস্তব জীবনের ডায়েরি

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

যে ঘরটি কাচের ছিল, একটা পলকা টোকায় চুরচুর করে ভেঙে গিয়েছিল এই আখ্যান সেই ঘরের মানুষদের নিয়ে ! অক্ষরা দীপক চুয়ার জীবন আখ্যান ; ঘুরেফিরে এসেছে পারিপার্শ্বিক। কাহিনি শুরু হয়েছে দীর্ঘ সময় পরে অক্ষরার ফিরে আসা সেই বাড়িতে যে বাড়ি থেকে সে একদিন শূন্য বুকে ফিরে গিয়েছিল একাকী জীবনের দিকে ! কিন্তু কেন ? দীর্ঘ বছর পরে ফিরে এসেছে অক্ষরা পুরনো সেই বাড়িতে ! পুরনো গাছ থেকে ব্যবহৃত চেয়ারটি পর্যন্ত পড়ে আছে প্যাসেজে যদিও তার শরীর থেকে রঙ উঠে বিবর্ণ ! আত্মীয়স্বজনরা কেউ মৃত, কেউ অশক্ত শয্যাশায়ী ! ফেলে যাওয়া ফ্ল্যাটের প্রতিটি ঘরে ভেঙে যাওয়া কাচের টুকরো..... । লেখিকা কাবেরী রায় চৌধুরী তাঁর 'কাচ ঘরের ডায়েরি' গ্রন্থে এইরকমই বহু বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। লেখিকা দেখিয়েছেন, কতগুলো মাস ? কতগুলো দিন ? কতগুলো বছর ? সেই গ্যারাজ ! গাড়ি নেই ! অনেকদিনের পরিত্যক্ত অনুমান করা যায়। পুরু ধুলোর আস্তরণ ! প্রশস্ত স্পেসে টিমটিমে একতা আলো জ্বলছে। সেই আলো এক গভীর শূন্যতা দিয়েছে মনে হল অক্ষরার। অন্ধকার এত হাহাকার হতে পারে ! বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ছে একেকটা ঢেউ। একের পর এক ! প্রতিটি আছড়ে পড়া ব্যথার ঢেউ বুকের ভেতর তলতলে জায়গাটাতে চাপ ধরা জমাট ব্যথার ক্লান্তিকর অনুভূতি দিচ্ছে ! কেউ নেই ! কোথাও কেউ নেই এত বড় বাড়িটাতে !

প্রকাশনী--- দে'জ
মূল্য -----৩০০ টাকা

ঘুম থেকে ওঠার পর ঘুম ঘুম লাগার কারণ কী

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরও অনেকের ক্লান্তি ও ঘুম ঘুম ভাব কাটে না। দিনের শুরুতেই তারা প্রায়ই বলেন, 'ঘুমিয়েও ফ্রেশ লাগছে না।' এমন অবস্থা কেবল শারীরিক নয়, এটি একধরনের মানসিক ক্লান্তিও বটে যা 'মর্নিং ফ্যাটিগ' বা সকালবেলার ক্লান্তি নামে পরিচিত। এটি সাময়িক হলে স্বাভাবিক, তবে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে তা গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে।

এই সমস্যা কেন হয় এবং এর থেকে মুক্তির জন্য কী করণীয়, তা নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন মেডিসিন কনসালট্যান্ট ডা. সাইফ হোসেন খান।

সকালের ক্লান্তির প্রধান কারণ হলো পরিমিত ঘুমের অভাব বা খারাপ মানের ঘুম। রাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম না হলে শরীর দিনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না। মানসিক চাপ ও উদ্বেগও ঘুমের স্বাভাবিক ধরনে বাধা দেয়, যার ফলে অনেকের কিছুক্ষণ ঘুমের পর ঘুম ভেঙে যায়।

এ ছাড়া, প্রোটিন, আয়রন, সোডিয়াম এবং ভিটামিন ডির মতো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি ও খনিজের অভাব এ ধরনের সমস্যার একটি বড় কারণ হতে পারে। হরমোনজনিত কিছু রোগ, যেমন থাইরয়েডের অস্বাভাবিকতা বা ডায়াবেটিস, এমনকি হৃদরোগের কারণেও সকালে ক্লান্তি বাড়তে পারে। রক্তশূন্যতার কারণেও সহজে ক্লান্তিবোধ আসে।

জীবনযাত্রার ভুল অভ্যাস, যেমন রাতে দেরিতে ঘুমানো, অতিরিক্ত চা-কফি পান করা বা সকালের প্রাতরাশ এড়িয়ে যাওয়াও এই ক্লান্তির জন্য দায়ী। সকালের ক্লান্তি দূর করতে হলে প্রথমেই প্রতিদিন ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করতে হবে। ঘুমের গুণগত মান বাড়াতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে মুঠোফোন, টিভি বা অন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার পরিহার করা উচিত। সকালের নাশতায় ডিম, দুধ, ওটস, ফল বা শস্যের মতো পুষ্টিকর খাবার খাওয়া জরুরি।

এর পাশাপাশি, প্রতিদিন অন্তত ১৫ থেকে ২০ মিনিট ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস করতে হবে এবং পর্যাপ্ত পানি পান করে দেহে জলশূন্যতা রোধ করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, সকালের ক্লান্তি কখনো কখনো জীবনের অতিরিক্ত চাপের প্রমাণও হতে পারে।

নিয়মিত ঘুম, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামের মাধ্যমে এই সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। এরপরও যদি দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি অনুভূত হয়, তবে অবশ্যই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সচেতনতা ও অভ্যাসের পরিবর্তনেই দিনটি শুরু হতে পারে প্রাণবন্ত, শক্তিশালী মনোবল ও সতেজ শরীর নিয়ে।

সকালে এক চুমুকেই হবে লিভার পরিষ্কার

তিক্ত স্বাদের কারণেই করলা অনেকের কাছে অপছন্দের সবজি। বাজারে চোখে পড়লেও ইচ্ছা করে ব্যাগে তোলা হয় না। অথচ পুষ্টিগুণে ভরপুর এই সবজিটি স্বাস্থ্যের জন্য যে কতটা উপকারী, তা অনেকেই জানেন-তবু স্বাদের কাছে হার মানে উপকারিতা।

অনেকেই করলা খেতে পছন্দ করে না। বাজারে গেলেও ইচ্ছা করে কিনে আনেন না। অথচ স্বাস্থ্যের জন্য যে এই সবজিটি বেশ উপকারী, তা প্রায় সবারই জানা। সেদ্ধ হোক, ভাজা হোক- নানা রকম রেসিপি থাকলেও করলার তিক্ত স্বাদ অনেকের মন কাড়তে পারে না। তাই অপ্রিয় সবজির তালিকায় করলার নাম প্রায়ই সবার আগে আসে।

তবে মজার ব্যাপার হলো, যে করলাকে অনেকেই এড়িয়ে চলেন, সেই করলাই আবার বহু তারকার পছন্দের খাবার। বলিউড অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং নিজের বাড়ির বাগানেই করলা চাষ করে খেতে ভালোবাসেন বলে জানা যায়। অন্যদিকে, অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন করলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। এমনকি সদ্যপ্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রও গুড় মাখানো করলা খেতে পছন্দ করতেন বলে শোনা যায়।

বর্তমানে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষেরা করলার তিক্ত স্বাদ এড়িয়ে যাওয়ার সহজ উপায় খুঁজে নিয়েছেন। করলার সঙ্গে নানা ধরনের সবজি ও ফল মিশিয়ে স্মুদি তৈরি করে খাওয়ার চল বেড়েছে। এতে একদিকে স্বাদ সহনীয় হয়, অন্যদিকে পুষ্টিগুণও বজায় থাকে। প্রিয় তারকাদের খাদ্যাভ্যাস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে চাইলে আপনিও করলাকে নিয়মিত খাদ্যতালিকায় জায়গা করে দিতে পারেন।

এবার কলার প্যাক দিয়ে চুলের সমস্যা দূর করুন

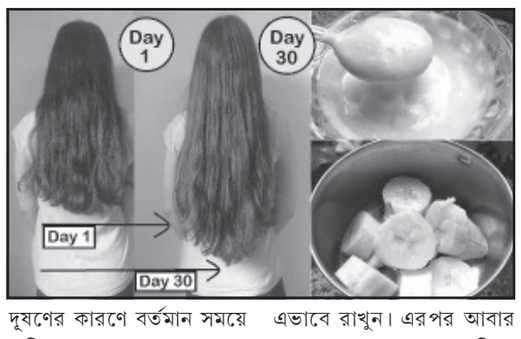

দূষণের কারণে বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষের চুল রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে চুলও ঝরে পড়ছে। এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চুলের যত্ন নেওয়া জরুরি। যারা চুল নিয়ে নানা সমস্যায় ভুগছেন তারা কলা ব্যবহার করে এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

এতে থাকা পটাশিয়াম, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ৬, ম্যাগনেশিয়াম, প্রোটিন চুলের জন্য খুবই জরুরি। এছাড়াও কলা দিয়ে বানানো কিছু হেয়ার প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। একটা পাকা কলা চটকে নিন। এবার তাতে এক চামচ নারকেল তেল এবং এক চামচ নারকেলের দুধ মেশান।

এবার সবটা মিশিয়ে একটা পেস্ট বানান। এবার চুল শ্যাম্পু করে শুকিয়ে নিন। তারপর মাথার ত্বকে এবং পুরো চুলে এই প্যাক লাগান ভালো করে। তারপর ৩০ মিনিট এভাবে রাখুন। এরপর আবার শ্যাম্পু করে মাথা ধুয়ে নিন। নারকেল তেল চুলে পুষ্টি জোগাবে এবং চুল পড়া বন্ধ করবে। অন্যদিকে কলা চুলে আর্দ্রতা জোগাবে। এতে চুলের উজ্জ্বলতা বাড়বে।

এছাড়া একটি পাকা কলা চটকে নিন। তারপর দুটি ডিম দিন। এখন এক চামচ অলিভ অয়েল এবং এক চামচ মধু মিশিয়ে একটি প্যাক বানান। এবার এটা স্ক্যাল্পসহ চুলে লাগিয়ে এক ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন। এই মাস্ক চুলে পুষ্টি জোগাবে সঙ্গে চুলের উজ্জ্বলতা বাড়াবে। দই চুল পড়া রোধ করে। একই সঙ্গে চুলের রং ধরে রাখে। একটা পাকা কলা চটকে তাতে ২-৩ চামচ টক দই মিশিয়ে এই পেস্ট চুলের গোড়া থেকে নিচ পর্যন্ত লাগান। আধ ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন। শ্যাম্পু করে নিন। এতে আপনার চুল ভালো থাকবে।

মাত্রাতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে চিরতরে বেঁকে যাবে আপনার মেরুদণ্ড

মাত্রাতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে নানা ধরনের অসুখ হানা দিচ্ছে জীবনে। চিকিতা বিজ্ঞান যে রোগের নাম দিয়েছে ''টেক্সট নেক''। একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে, ৮ শতাংশ মানুষ এই অসুখের শিকার। ৩৫ শতাংশ এই অসুখের কথা জেনেও সচেতন নন। আর প্রায় ২১ শতাংশ একেবারে অসুখের দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়েছেন।

এই অসুখে মেরুদণ্ড চিরতরে বেঁকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। শুধু তাই নয়, ঘাড় এবং গলার হাড় ও স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে তা চিরতরে ঝুঁকিয়ে দিতেও পারে। শরীর কত ডিগ্রি সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, তার উপর নির্ভর করবে ঘাড় ও গলা কতটা ওজন বইবে। মাথা নিচু করে মোবাইল ঘাঁটার সময়ে ঘাড় মোটামুটি ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি ঝুঁকে থাকে।

এতে চাপ পড়ে মেরুদণ্ডের উপর। দীর্ঘ দিন ধরে এমন চলতে থাকলে এক সময়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যায় মেরুদণ্ড। ঘাড় বেঁকে যাওয়া, গলা এবং ঘাড় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়া- এমন মারাত্মক কিছু পরিণতি হতে পারে। এ ব্যাপারে চিকিতকরা জানাচ্ছেন, এই অসুখ সারাতে হলে একটাই উপায়, তা হল মোবাইল ব্যবহারে রাশ টানা। না হলেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ অসুখ থাবা বসাবে যে কোনো সময়ে। সারাক্ষণ এভাবে ঘাড় গুঁজে মোবাইল ঘাঁটতে নিষেধ করছেন স্বয়ং এর আবিষ্কারক কুপার। সত্তরের দশকে ''মোটোরেলা ডাইনাট্যাক ৮০০০এক্স'' মোবাইল ফোনটি দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ সেই যন্ত্র বদলে দিয়েছে গোটা দুনিয়াকে। আর সেই মোবাইল ফোনের অন্যতম স্রষ্টা স্বয়ং মার্টিন কুপার দিনে খুব অল্প সময় ফোন ব্যবহার করেন। কুপারের মতে, ''জীবনকে উপভোগ করতে গেলে মোবাইল ফোনের ব্যবহার কমাতে হবে।''

দন্ড কলস অবহেলিত আগাছা হলেও ওষধি গুণে অসাধারণ

দন্ড কলস, যা গ্রাম বাংলায় শ্বেতদ্রোণ, দল কলস, ধুলফি বা হলকষা নামেও পরিচিত, সাধারণত রবি শস্যের ক্ষেতে বা উঁচু জমিতে আগাছা হিসেবেই বেশি জন্মায়। এর খাড়া কান্ড, চার কোণাকার ডালপালা এবং সাদা ফুলগুলি এটিকে সহজেই চেনা যায়। এটিকে অনেকেই অবহেলা করলেও, আয়ুর্বেদ এবং লোক-ঔষধি চিকিৎসায় এই গাছটির মূল, পাতা ও ফুল শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দন্ড কলস গাছটি মূলত এর অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি (প্রদাহরোধী), অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল (জীবাণুরোধী) এবং অ্যান্টি- অ্যালার্জিক (অ্যালার্জি প্রতিরোধক) বৈশিষ্ট্যের জন্য সুপরিচিত। দন্ড কলস গাছের মূল স্বাস্থ্য উপকারিতা দন্ড কলসের পুরো গাছটিতেই বিশেষ রাসায়নিক উপাদান রয়েছে, যা এটিকে বিভিন্ন রোগের উপশমে সাহায্য করে। এর প্রধান ঔষধি গুণাগুণগুলো নিচে তুলে ধরা হলো: ১. সর্দি, জ্বর ও শরীর ব্যথা নিরাময় দন্ড কলসের পাতার রস বা সেদ্ধ পাতা ভর্তা করে খেলে সাধারণ সর্দি-জ্বর, কাশি এবং এর ফলে হওয়া শরীরের ব্যথা উপশম হয়। এর পাতার নির্যাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং দ্রুত আরোগ্য লাভে সহায়তা করে। ২. শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় মুক্তি (হাঁপানি/অ্যাজমা) এটি দন্ড কলস গাছের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার। লোক-ঔষধ অনুসারে, এর শিকড় তুলে গোলমরিচের সঙ্গে বেটে নির্দিষ্ট নিয়মে খেলে হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের সমস্যায় উপকার পাওয়া যায়। এটি শ্বাসনালীকে শিথিল করতে এবং কফ নিঃসরণে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়। ৩. হজমশক্তি বৃদ্ধি ও পেট ফাঁপা দূর বদহজম, পেট ফাঁপা বা গ্যাস-অম্বলের মতো সমস্যায় দন্ড কলসের পাতা সেদ্ধ করে ভর্তা করে খেলে তা উপশম হতে পারে। এটি হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে এবং অন্ত্রের গ্যাস কমাতে সহায়ক। ৪. চর্মরোগ ও ত্বকের সংক্রমণ নিরাময়দন্ড কলস গাছের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণের কারণে এটি বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগে ব্যবহার করা হয়। খোস-পাঁচড়া, চুলকানি বা ত্বকের অ্যালার্জিতে এর পাতা বেটে পেস্ট করে লাগালে আরাম পাওয়া যায় এবং সংক্রমণ কমে। ৫. কৃমি ও পরজীবী দমন পেটে কৃমি বা পরজীবী সমস্যা থাকলে দন্ড কলসের শাক ভেজে বা এর রস পান করলে তা কৃমি দমনে সহায়তা করে। এটি শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতেও কার্যকর। ৬. চোখের সমস্যায় ব্যবহার কিছু প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি অনুসারে, দন্ড কলসের পাতার রস চোখে ২ ফোঁটা করে দিলে ছানি বা চোখ থেকে জল পড়ার মতো সমস্যায় উপকার পাওয়া যায়। তবে এটি ব্যবহারের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। ৭. বাতের ব্যথা ও গাঁটের ফোলা উপশম শরীরে বিষ ব্যথা বা বাতের ব্যথা (আর্থাইটিস) হলে দন্ড কলস ছেঁচে রস বের করে বা এর পাতা বেটে গরম করে মালিশ করলে প্রদাহ ও ব্যথা কমে আসে। এটি মচকানো বা আঘাতজনিত ফোলা কমাতেও ব্যবহৃত হয়।

দন্ড কলস খাদ্য এবং ব্যবহার পদ্ধতি দন্ড কলস বা শ্বেতদ্রোণ সাধারণত শাক হিসেবে খাওয়া হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে এর পাতা, ফুল এবং কচি ডালপালা ব্যবহৃত হয়।

শাক হিসেবে: পাতা এবং কচি ডালপালা নুন, হলুদ, কালোজিরা ও রসুন দিয়ে ভেজে বা ভর্তা করে খাওয়া হয়। ভর্তা: পাতা সেদ্ধ করে কাঁচামরিচ, লবণ, ও রসুন সহযোগে ভর্তা তৈরি করা হয়। শিশুদের সর্দি: ছোট বাচ্চাদের সর্দি হলে পাতা বেটে মায়ের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে মাথার চাঁদিতে দিয়ে রাখলে তা উপশম হতে পারে। ফুলের মধুও সর্দিতে উপকারী।

ওষধি গাছ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। উল্লিখিত ব্যবহারগুলো প্রধানত লোক-ঔষধ এবং ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে করা। যেকোনো গুরুতর বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসায় দন্ড কলস ব্যবহারের পূর্বে একজন বিশেষজ্ঞ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

কাঠবাদামের ক্ষীর

বাঙালির মিষ্টি প্রেম চিরন্তন। উতব-অনুষ্ঠানে হোক কিংবা মনখারাপ মিষ্টিতেই লুকিয়ে আছে ভাল থাকার মন্ত্র। তবে শরীরের কথাও তো ভাবতে হবে। ইদানীং অনেকেই ডায়াবিটিসে ভুগছেন। ফলে মিষ্টি খাওয়া একেবারে বন্ধ। তবু মিষ্টি খেতে যাঁরা ভালবাসেন, সে স্বাদ ভুলে থাকা সম্ভব নয়। অনেকেই কৃত্রিম চিনি দিয়ে তৈরি মিষ্টি খান। তবে দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে! তবে স্বাস্থ্যকর মিষ্টিও কিন্তু আছে। কাঠবাদাম দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন ক্ষীর। স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের একসঙ্গে খেয়াল রাখতে দারুণ বিকল্প এই মিষ্টি। রইল প্রণালী। উপকরণ: খোসা ছাড়ানো কাঠবাদাম: ১/২ কাপ ঘি: ১ চামচ- দুধ: ১ কাপ- এলাচগুঁড়ো: ৪ চামচ- চিনি: ৪ চামচ (স্বাদ অনুযায়ী পরিমাণ বাড়ানো কমানো যেতে পারে) কেশর: ৩/৪ চামচ- প্রণালী:- ছাড়ানো কাঠবাদামগুলি জল দিয়ে ভাল করে পিষে নিন।

কড়াইয়ে ঘি গরম করতে দিন। গরম হয়ে এলে বেটে নেওয়া কাঠবাদাম কড়াইতে ঢেলে দিন। বাদামি রং না আসা পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করার পরে তাতে দুধ ঢেলে দিন। কাঠবাদাম বাটা সিদ্ধ না হওয়া না পর্যন্ত কড়া আঁচে নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি সিদ্ধ হয়ে এলে আঁচ কমিয়ে তাতে চিনি, কেশর, এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে দিন। আরও কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে ৪-৫ মিনিট পর নামিয়ে নিন। বাইরে রেখে কিছু ক্ষণ ঠান্ডা করার পর ফ্রিজে তুলে দিন। ঘণ্টা খানেক পর ফ্রিজ থেকে বার করে কেশর ছড়িয়ে পরিবেশন করুন ঠান্ডা বাদাম ক্ষীর।

রেস্তরাঁর মতো মুচমুচে দোসা বানিয়ে ফেলুন বাড়ির

যাঁরা দক্ষিণী খাবার পছন্দ করেন, তাঁদের কাছে দোসা খুবই প্রিয়। পুষ্টিবিদেরা বলেন, সকালের জলখাবারে দোসার মতো দক্ষিণী খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যকর। অনেকেই বাড়িতে দোসা বানানোর চেষ্টা করেন। কড়কড়ে দোসা বানানোর জন্য নির্দিষ্ট তাওয়াও কিনে আনেন, তবে বাজারের মতো স্বাদ কিছুতেই আসে না। জেনে নিন কী কী করলে বাড়িতে বানানো দোসাও হবে রেস্তরাঁর মতো সুস্বাদু। ১) সঠিক মাপ: দোসা বানানোর সময়ে বিউলির ডাল ও চাল সঠিক পরিমাণে নেওয়া ভীষণ জরুরি। ৪ কাপ চাল নিলে ১ কাপ ডাল নিতে হবে। পরিমাণ ঠিক না হলে কিন্তু দোসা ভাল হবে না। শুধু তা-ই নয়, চাল-ডাল মিক্সিতে ঘুরিয়ে ঘোল বানানোর সময়ে জলের পরিমাণ নিয়েও সতর্ক থাকতে হবে। ২) বড় পাত্র বেছে নিন: চাল-ডালের মিশ্রণটি ভেজানোর সময় একটি বড় পাত্র বেছে নিন। ছোট পাত্রে বেছে নেবেন না। চাল-ডাল যেন ভাল ভাবে জল টেনে নিতে পারে, সে দিকে নজর দিতে হবে। ৩) মিশ্রণটি মজতে সময় দিন: চাল-ডাল বেটে নেওয়ার পর মিশ্রণটিকে মজতে পর্যাপ্ত সময় দিন। গরম থাকলে সূর্যের আলো আসে এমন জায়গায় অন্তত ৬ ঘণ্টা রেখে দিন, আর পরিবেশ ঠান্ডা হলে অন্তত ১২ থেক ১৫ ঘণ্টা বাটা মিশ্রণটি রেখে দিতে হবে। পুষ্টিবিদেরা বলেন, সকালের জলখাবারে দোসার মতো দক্ষিণী খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যকর। ছবি: শাটারস্টক। ৪) মিশ্রণটি ফ্রিজে রাখবেন না: দোসার মিশ্রণটি ভুলেও ফ্রিজে রাখবেন না। ফ্রিজে রেখে দিলে দোসার মিশ্রণটি ভাল করে মজবে না, ফলে দোসায় দোকানের মতো টক ভাব আসবে না। ঘরের তাপমাত্রাতেই মিশ্রণটি রাখতে সেটি ভাল মজবে।

৫) গরম তাওয়া: দোসা বানানোর সময়ে তাওয়াটি খুব ভাল করে গরম করে নিতে হবে। গরম তাওয়ায় খানিকটা ঠান্ডা জল ছিটিয়ে ভাল করে মুছে নিন। তার পর পরিমিত মিশ্রণ নিয়ে ভাল করে তাওয়ায় ছড়িয়ে নিতে হবে, খেয়াল রাখবেন যেন দোসাটি খুব পাতলা হয়।

আগরতলা শ্রম কমিশনে চাকুরি মেলা অনুষ্ঠিত। ছবি নিজস্ব।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভিজিটর প্রবেশ নিষেধ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার

ঢাকা, ২৩ ডিসেম্বর : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সকল অযাত্রী ভিজিটরের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মুখপাত্র কাওসার মাহমুদ মঙ্গলবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন, নিরাপত্তা এবং অপারেশনাল কারণে যাত্রীদের সেবা ও বিমানবন্দরের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জনসাধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানান।

এই সিদ্ধান্তটি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের লন্ডন থেকে দেশে ফেরার সময়ে নেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যা তার ঢাকা পৌঁছানোর পর বিমানবন্দর এলাকায় প্রবেশ সীমিত করবে। শুধুমাত্র বৈধ টিকিট এবং পাসপোর্টধারী যাত্রীরা বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে, তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে যেসব বিএনপি নেতা কর্মী উপস্থিত থাকবেন, তাদের প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হবে।

তারেক রহমান তার আগমনের সময়ে যাত্রীদের কোনও ধরনের হয়রানি না করার অনুরোধ করেছেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি তার ফ্লাইট থেকেই শুরু হবে এবং বিমানবন্দরে অবতরণের পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা তাকে ঘিরে একটি কঠোর নিরাপত্তা বলয় তৈরি করবে।

তারেক রহমান এবং তার পরিবার আগামী বুধবার সন্ধ্যায় লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে বিমানের ফ্লাইট বিজি২০২ তে ঢাকা আসার জন্য রওনা দেবেন। এই ফ্লাইটের জন্য পূর্বে নির্ধারিত দুইজন কেবিন ক্রুকে নিরাপত্তা প্রটোকলের অংশ হিসেবে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ সোমবার বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে একটি নিরাপত্তা এবং ভিআইপি ব্যবস্থাপনা নিয়ে বৈঠক করেছে।

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ ব্যক্তির নাম শ্রী বকুল নমশূদ্র, বয়স ২৩ বৎসর, পিতা- শ্রী শ্রীকান্ত নমশূদ্র, ঠিকানা- ডাববাড়ী,থানা- কচুছড়া, জেলাঃ-ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙঃ ফর্সা,উচ্চতাঃ-৫" ফুট, উক্ত ব্যক্তি গত ৩১-০৫-২০২৪ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায়। এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খুঁজা-খুজির পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উক্ত বিষয়ে কচুছড়া থানায় ১০-০৬-২০২৪ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১২। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ-
পুলিশ সুপার,
ধলাই জেলা, আমবাসা
দুরাভাষ নম্বর :-
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস)
৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)

ICA/D-1626/25 স্বাক্ষরঃ- মিহির লাল দাস, পুলিশ সুপার , ধলাই জেলা,আমবাসা

ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক: সাইক্লোন দিতওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতিতে ৪৫০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা প্যাকেজের প্রস্তাব

নয়া দিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : ভারতের বিদেশ মন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর মঙ্গলবার বলেছেন, শ্রীলঙ্কার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে ভারত সাইক্লোন দিতওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতিতে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি সহায়তা প্যাকেজ প্রস্তাব করেছে।

ড. জয়শঙ্কর, যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশেষ দূত হিসেবে শ্রীলঙ্কা সফর করছেন, তার এ বক্তব্যটি তিনি শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিজীথা হেরাথের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'যেমন শ্রীলঙ্কা ২০২২ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছিল, তেমনি এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।'

জয়শঙ্কর আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি নির্দেশ দিয়েছেন যে আমরা শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের অগ্রাধিকার বিষয়ে সহায়তা প্রদান করব। সেই লক্ষ্যে, আমরা ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি সহায়তা প্যাকেজ প্রস্তাব করেছি।'

এই সহায়তা প্যাকেজের মধ্যে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার কনসেশনাল ঋণের লাইন এবং ১০০ মিলিয়ন ডলার অনুদান অন্তর্ভুক্ত থাকবে। 'এই প্যাকেজটি শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে নিবিড় পরামর্শে চূড়ান্ত করা হচ্ছে,' জয়শঙ্কর বলেন। 'আমাদের সহায়তা সাইক্লোন দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলোতে প্রদান করা হবে, যেমন রোড, রেলওয়ে ও সেতু সংযোগ পুনর্বহাল এবং পুনঃস্থাপন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়া এবং আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি নির্মাণে সহায়তা, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সহায়তা, বিশেষ করে সাইক্লোন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সেক্টরগুলোতে, কৃষি, যা শীঘ্রই ও মধ্যম মেয়াদে সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলায় সহায়তা করবে, দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া এবং প্রস্তুতির উন্নতির জন্য কাজ করা।'ড. জয়শঙ্কর তার দুই দিনের শ্রীলঙ্কা সফরের অংশ হিসেবে এই সহায়তা প্যাকেজের ঘোষণা দেন, যা শ্রীলঙ্কা সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৩২ লাখ ম্যাপবিহীন ভোটারের প্রথম দফার শুনানি শুরু ২৭ ডিসেম্বর থেকে

নয়া দিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর আওতায় প্রথম দফার শুনানি আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। এই শুনানির আওতায়, ৩২ লাখের কাছাকাছি অম্যাপড ভোটারদের নিয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের অফিস সূত্রে জানা গেছে, জরিপ পর্বে ৩১, ৬৮,৪২৪ ম্যাপবিহীন ভোটার চিহ্নিত হয়েছে। এই ভোটাররা ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাদের পরিবারের সদস্যদের নামের সঙ্গে নিজেদের নামের সংযোগ স্থাপন করতে পারেননি।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, ভোটারদের নামের সঠিকতা যাচাই করার জন্য প্রথম দফার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। এই শুনানিগুলি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস, উপবিভাগীয় অফিস, বিভিন্ন সরকারি দফতর, স্কুল ও কলেজগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি শুনানির তত্ত্বাবধান করবেন একটি মাইক্রো-অবজারভার।

এছাড়া, মোট ৪,০০০ মাইক্রো-অবজারভারদের জন্য ২৪ ডিসেম্বর কলকাতায় দুটি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সেশন অনুষ্ঠিত হবে। তবে, তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অভিযোগ করেছেন যে, মাইক্রো-অবজারভারদের অনেকেরই স্থানীয় বাংলা ভাষার জ্ঞান নেই, যা ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করতে পারে।এদিকে, রাজ্য নির্বাচন কর্তৃপক্ষ এই কাজটির গুরুত্ব ও সঠিকতা নিশ্চিত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অপারেশনাল উৎক্ষেপণ ইসরো-এর এলভিএম৩ রকেটে এএসটি স্পেসমোবাইল ব্লুবার্ড ব্লক-২ স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ

নয়া দিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন আগামীকাল, স্থানীয় সময় সকাল ৮:৫৪-এ, তাদের এলভিএম৩- এম৬ রকেটে এএসটি স্পেসমোবাইল ব্লুবার্ড ব্লক-২ যোগাযোগ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করবে।

এটি এলভিএম৩ রকেটের ষষ্ঠ অপারেশনাল ফ্লাইট, যা একটি বিশেষ বাণিজ্যিক মিশন হিসেবে পরিচালিত হবে এবং স্যাটেলাইটটিকে লো আর্থ অরবিট-এ স্থাপন করবে। ব্লুবার্ড ব্লক-২ হবে লিও তে সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্যাটেলাইট এবং এটি এলভিএম৩ রকেট দ্বারা উৎক্ষেপিত ভারতের সবচেয়ে ভারী পে-লোড হবে।

এই স্যাটেলাইটটি এএসটি স্পেসমোবাইলের পরবর্তী প্রজন্মের সিস্টেমের অংশ, যা স্ট্যান্ডার্ড স্মার্টফোনের মাধ্যমে বিশেষ হার্ডওয়্যার ছাড়াই সরাসরি সেলুলার ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান করবে। এটি ৪জি/৫জি সংযোগ সরবরাহের উদ্দেশ্যে তৈরি, যার মাধ্যমে মানুষ সরাসরি মহাকাশ থেকে কল, ওয়েব অ্যাক্সেস এবং ভিডিও সেবা উপভোগ করতে পারবে।

এলভিএম৩ রকেটটি ইসরো দ্বারা তৈরি একটি ত্রি-স্তরবিশিষ্ট উৎক্ষেপণ যান, যা পূর্বে চন্দ্রযান-২, চন্দ্রযান-৩ এবং ওয়ানওয়েব মিশনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উৎক্ষেপণ সফলভাবে পরিচালনা করেছে।

ইন্ডিয়া ব্লক একতাবদ্ধ? রাহুল গান্ধীর "অ্যান্টি-আরএসএস" জবাব এবং 'ট্যাকটিক্যাল' মন্তব্য

নয়া দিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়া জোটের সকল সদস্যের একটাই মূল ঐক্যবদ্ধ অবস্থান - তারা আরএসএসের মূল আদর্শের সঙ্গে একমত নন, এই মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেছেন, বিরোধী দলগুলো 'ট্যাকটিক্যাল কনটেস্ট' বা বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাবে।

বার্লিনের হার্টি স্কুলে এক অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়া জোট সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে রাহুল গান্ধী বলেন, "লোকেরা সাধারণত নির্বাচনের সময় যখন জোট গঠন হতে দেখে, তখনই তা সম্পর্কে ভাবতে শুরু করে। একটু ভিন্নভাবে দেখুন। ইন্ডিয়া জোটের সব দলই আরএসএসের মৌলিক আদর্শের সঙ্গে একমত নয়। এটা হল মূল পয়েন্ট। আপনি তাদের যে কাউকে প্রশ্ন করতে পারেন, তারা আপনাকে বলবে না যে তারা আরএসএসের আদর্শের ওপর বিশ্বাস রাখে। তাই আমরা এই বিষয়ে একদম একত্রিত। কিন্তু আমরা ট্যাকটিক্যাল কনটেস্ট চালিয়ে যাব এবং আমরা এটি চালিয়ে যাব।"

তিনি আরও বলেন, "কিন্তু যখন বিরোধীদের ঐক্য প্রয়োজন, আপনি সেটি প্রতিদিন সংসদে দেখতে পাবেন। আমরা একত্রিত থাকব এবং বিজেপির বিরুদ্ধে আইনগুলো নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাব। এটি শুধু নির্বাচনের লড়াই নয়, এটি এখন ভারতের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির জন্য একটি গভীর সংগ্রাম।"

রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যত ও সম্ভাব্যতা নিয়ে বিরোধী দলের মধ্যে অনেক প্রশ্ন উঠছে। এসব প্রশ্ন ওঠেছে এমন সময়ে, যখন কেরল, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের মতো বিভিন্ন রাজ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার বিষয়টি উঠে এসেছে। বিজেপি এই সব প্রতিযোগিতাকে বিরোধী ঐক্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য ব্যবহার করছে।

এই প্রশ্নগুলো আরও জোরালো হতে পারে আগামী বছর রাজ্য নির্বাচনের আগে, বিশেষত কেরলে, যেখানে সিপিএম নেতৃত্বাধীন এলডিএফ সরকার ক্ষমতায় রয়েছে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়াই করবে। পশ্চিমবঙ্গেও তৃণমূল কংগ্রেস সরকার বিরোধীদের আক্রমণের মুখে, এবং মহারাষ্ট্রে, যেখানে কংগ্রেস, শিবসেনা (উদ্ধব) ও এনসিপি মহা বিকাস আঘাদি গঠন করেছে, সেখানে প্রতি নির্বাচনে আসন বন্টন নিয়ে দলের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা যায়।

সম্প্রতি বিহারের নির্বাচনে বিরোধী ঐক্যের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, যেখানে আসন বণ্টনের সময় আরজেডি ও কংগ্রেস, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) দলকে সমন্বয় করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে, জম্মু-কাশ্মীরের জাতীয় কংগ্রেস নেতা ওমর আবদুল্লাহ এক সপ্তাহ আগে বলেন, ইন্ডিয়া ব্লক 'লাইফ সাপোর্টে' রয়েছে।

তিনি বলেন, "আমরা সেভাবে লাইফ সাপোর্টে আছি, কিন্তু মাঝে মাঝে কেউ এসে আমাদের চশমা দিয়ে একটু শক দেয়, আর আমরা আবার ওঠে দাঁড়াই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বিহারের মতো ফলাফলের পর আমরা আবার নিচে চলে যাই, এবং পরে আবার কাউকে আমাদের আইসিইউতে ঠেলতে হয়।"

তিনি আরও বলেন, ইন্ডিয়া ব্লক 'নিতীশ কুমারকে এনডিএ-র দিকে ঠেলে দিয়েছে' এবং বিহারে আসন বণ্টনের সময় ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) কে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

ওমর আবদুল্লাহ একা নন, সিপিআই সাধারণ সম্পাদক দি রাজাও ইন্ডিয়া ব্লকের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, "যখন সেক্যুলার ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গুলি ইন্ডিয়া ব্লক গঠন করেছিল, তখন লক্ষ্য ছিল ভারতকে বাঁচানো এবং বিজেপি'কে পরাজিত করা... এখন কী হচ্ছে? কেন ইন্ডিয়া ব্লক কাঙ্খিত সমন্বয় ও সংগতি নিয়ে কাজ করছে না?"

কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্ষতির পরই প্রায়ই ইন্ডিয়া ব্লকের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিজেপি তাদের হাস্যরসাত্মক মন্তব্যে বলেছে, বিরোধী জোট 'লাইফ সাপোর্টে' নয়, বরং 'মৃত' হয়ে গেছে।

1st CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, It has been brought to the notice of the undersigned by Sri Chinmoy Malakar, Forester: Attached Officer of Forest Protection Unit (FPU), Khowai under Sub - Divisional Forest Officer, Khowai, the seized and Offence Report No. 11 / FPU - KHW/ 2025 - 26 dated 05.12.2025 and Memo No. 07/OR/FPU – KHW/ 2025 -26 / 243 dated 08.12.2025, endorsed by the Sub - Divisional Forest Officer, Khowai vide No. F. 7-3/TROIAQ 1930 / SDFO - KHW / For - 2025-26/2508 - 10 dated 09.12.2025 that on dated 05. 12. 2025 at about 1: 49 PM, while performing patrolling duty along with accompanied staff over Khowai Charganki area they have noticed a vehicle Bolero Pickup loaded with River Sand was running along road, seeing that they gave signal to stop the vehicle for examining necessary supporting documents in respect of possession of said Forest Produce, while the driver seen them instantly flew away without explaining or showing any legal forest pass, instantly they have searched over the vehicle bearing Registration No.: TROIAQ 1930 Bolero Pickup, Engine No. TNM1186557, Chassis No: MAIXU2TNKM1174823, Model: Bolero Pickup FB 1.7T XL (LGV) Colour: White and found River Sand volume: 2.502 m3 was carrying with invalid TP which valid time was from 07. 00 AM to 11.30 AM, although other documents were found correct, which is apparently, procured illegally.

AND WHEREAS, it has been reported by Sri Chinmoy Malakar, Forester; Attached Officer of Forest Protection Unit (FPU), Khowai under Sub - Divisional Forest Officer. Khowai being satisfied about illegally transportation of said forest produce by using the vehicle he has seized the vehicle bearing Registration No: TROIAQ - 1930 Bolero Pickup, Engine No. TNMI 186557, Chassis No: MAIXU2TNKM1174823, Model: Bolero Pickup FB 1.7T XL (LGV) Colour: White along with River Sand volume: 2.502 m3 from the Khowai Charganki area and brought it to the Range Office Complex, Khowai for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon by vide notification No .F7(86)/For/FP-86/14469 date, 09/06/1987 and No.F.13 (103)/For/Esst-2014/ 50233-297 dated 12/02/2015 of the Forest Department Government of Tripura as an Authorized officer for the purpose under Sub-sec.2 of Sec.52 (A) of Indian Forest (Tripura second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate said seized vehicle bearing Registration No TROIAQ - 1930 Bolero Pickup, Engine No. TNM1186557, Chassis No: MAIXU2TNKMI 174823, Model: Bolero Pickup FB 1.7T XL (LGV) Colour: White for its use in collection & transportation of forest produce of questionable origin in commission of Forest Offence U/s: 41 & 42 and punishable U/S: 52 (A) of IFA. 1927 and rules made there under by the Govt. of Tripura.

NOW THEREFORE, it is hereby brought to the notice of the legal owner (s)/ authorized representative of the said vehicle to prefer his/her / their claim over the seized vehicle before the Authorized Office (District Forest Officer Khowai) within 30 (thirty) days from the date of issue of this Notice along with copies of all relevant documents regarding law full ownership of the said seized vehicle. If the owner (s) or his/her their authorized failed to prefer any claim over the seized vehicle within stipulated period, the decision regarding confiscation of the vehicle along with seized forest produces should be taken ex-parte. Till such time the vehicle along with seized produces will remain under safe custody at Khowai Range office complex.

Issued under my seal & signature this day on 19 th Dec, 2025 ,

(Ashok Kumar, IFS)
Authorized Officer District Forest Officer
Khowai District

ICA/D-1622/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 16/EE/DWS/DIVN/KCP/2025-26

The Executive Engineer, DWS Division Kanchanpur, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIe-T No: 64/EE/DWS/KCP/ 2025-26	24,24,078.00	48,482.00	45 Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 65/EE/DWS/KCP/ 2025-26	20,37,541.00	40,751.00	45 Days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 28-12-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID : 28-12-2025 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee Rs. 1,000.00 [Non refundable]
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
DWS Division kanchanpur,
North Tripura.

ICA/C-3572/25

PNIT No.: 13/EE/PWD(DWS)/KMP/2025-26

Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

Sl No.	Name of the Work & DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIeT-34/EE/PWD(DWS)/KMP/ 2025-26	14,73,131.00	29,463.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class
2	DNIeT-35/EE/PWD(DWS)/KMP/ 2025-26	3,77,580.00	7,552.00	45(Forty five) days	

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 29-12-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 29-12-2025 at 16.00 Hrs. Website for Document Downloading and Bidding at https://tripuratenders.gov.in
Tender Fee: Rs. 1000.00 each, (non refundable).
Application
Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in for any query M-9612737307
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in www.eprocure.gov.in/epublishing

Executive Engineer
DWS Division, Kamalpur,
Dhalai, Tripura

ICA/C-3569/25

চিফ অ্যাডভাইজার অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন

ঢাকা, ২৩ অক্টোবর : চিফ অ্যাডভাইজার অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস মঙ্গলবার সাধারণ নির্বাচন ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেন, 'দেশবাসী তাদের ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, যা স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ছিনতাই করা হয়েছিল।'

অধ্যাপক ইউনূস এই মন্তব্য করেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত সেরজিও গোরের সঙ্গে টেলিফোন আলাপের সময়। আলাপটি ঢাকার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয়, যা প্রায় ৩০ মিনিট ধরে চলেছিল।

টেলিফোন আলাপের সময় বাণিজ্য, শুল্ক সম্পর্কিত আলোচনা এবং বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচন, দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ ও তরুণ রাজনৈতিক নেতা শহীদ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত সেরজিও গোর অধ্যাপক ইউনূসকে সাম্প্রতিক শুল্ক আলোচনা সফলভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি জানান, বাংলাদেশ সফলভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীত শুল্ক ২০ পর্যন্ত কমাতে সক্ষম হয়েছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

অধ্যাপক ইউনূস মন্তব্য করেন, 'উৎখাত হওয়া স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার সমর্থকরা নির্বাচনের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে, এবং তাদের পলাতক নেতা সহিংসতার উস্কানি দিচ্ছে।'

তবে তিনি নিশ্চিত করেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার 'পুরোপুরি প্রস্তুত' যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে এবং নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি চলছে।

'আমাদের হাতে মাত্র ৫০ দিন বাকি। আমরা একটি মুক্ত, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজন করতে চাই। আমরা এটি স্মরণীয় করতে চাই,' বলেন অধ্যাপক ইউনূস।এই টেলিফোন আলাপের সময় বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বাসিরুদ্দিন, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খালিলুর রহমান, এবং এসডিজি সমন্বয়ক ও সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদও উপস্থিত ছিলেন।

বনকুমারী বাজার সমিতির বার্ষিক কীর্তন উৎসবের বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর রাজ্য গড়ে তোলার কাজ চলছেঃ মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর রাজা গড়ে তোলার কাজ চলছে। এরই অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের মৎস্যচাষিদের আত্মনির্ভর করতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। তাতে রাজ্যের মাছের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। আজ কাঞ্চনপুর আইএসবিটি মাঠে উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক একদিনের মৎস্য উৎসবের সূচনা করে মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মৎস্যমন্ত্রী বলেন, মাছ চাষে মৎস্যচাষিদের উৎসাহিত করতে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে অনুপ্রাণিত করতে প্রতিবছর জেলাভিত্তিক মৎস্য উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্যে মৎস্যচাষের উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং সরকারি সহায়তার বিষয়ে তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরা মাছ চাষে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ রাজাকে মাছ চাষে আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য মাছ চাষিদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লালজুরি বিএসি''র চেয়ারম্যান অজন্ত চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস। একদিনের মৎস্য উৎসবে বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর, পানিসাগর, কাঞ্চনপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে মৎস্যচাষিগণ তাদের উৎপাদিত মাছ নিয়ে উৎসবে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, উত্তর জেলা কৃষি স্থায়ী কমিটির চেয়ারপার্সন মামণি রায়, এমডিসি স্বপ্না রাণী দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এল ডার্লং, সহকারি সভাধিপতি ভবতোষ দাস, কাঞ্চনপুরের মহকুমা শাসক আশিস বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী বীরেন্দ্র কর, কাজল দাস প্রমুখ।

স্বাস্থ্য অধিকর্তার খোয়াই সি.এম.ও. অফিস পরিদর্শন

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: স্বাস্থ্য অধিকর্তা সহ এক প্রতিনিধি দল আজ খোয়াই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের নির্মিয়মান ভবনটি পর্যবেক্ষণ করেন ও কাজকর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। তারপর প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ স্থানীয় দুর্গাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পরিদর্শনে যান। সেখানে তাঁরা হাসপাতালের প্রসূতি কক্ষ, কর্মীদের আবাসন সহ হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগ ঘুরে দেখেন। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে এবং সাধারণ মানুষের জন্য পরিষেবার মান উন্নয়নে কাজ করার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান এবং যেখানে উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে সেখানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা।

ওপার বাংলায় হিন্দুদের

● প্রথম পাতার পর

যদি তা না করেন, তবে কঠোর পরিণতি ভোগ করবেন।'

ব্যানারে আরও হুমকি দেওয়া হয়েছে যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা যদি নির্দেশনা না মানেন, তবে তাদের বাড়ি, সম্পত্তি এবং ব্যবসা একদম রেহাই পাবেন না এবং 'কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না'। 'এটি শেষ সতর্কতা। প্রতিরোধের কোনো চেষ্টা করলে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে,' লেখা রয়েছে।

এটি এমন একটি সময়ের পর ঘটলো যখন, কয়েক দিন আগে, ময়মনসিংহ জেলায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে এক হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। দীপু চন্দ্র দাস, যিনি একটি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন, তাকে শ্রমিক সহকর্মীরা পিটিয়ে হত্যা করার পর তার মরদেহ ঝুলিয়ে ও পুড়িয়ে দেয়। ঘটনা ঘটে ১৬ ডিসেম্বর রাতে, যেখানে স্থানীয়রা তাকে ইসলাম অবমাননা করার অভিযোগে মেরে ফেলে এবং তার সহকর্মীরাও এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয় বলে জানা যায়। এই ঘটনায় ধর্মীয় সহিংসতা ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাংলাদেশে বর্তমান অরাজকতার পরিস্থিতির প্রতিবাদে মধুপুর বাজারে বাম যুব চারটি সংগঠনের প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর:মঙ্গলবার বিকেলে মধুপুর বাজারে বাম যুব চারটি সংগঠনের উদ্যোগে বাংলাদেশে বর্তমান অরাজকতার পরিস্থিতির প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়। বাংলাদেশে চলছে বর্তমানে অরাজকতা পরিস্থিতি।ঐ দেশের সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, এক যুবককে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হত্যা করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া, আক্রান্ত সংবাদ মাধ্যম, শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য সংস্কৃতি বর্বরতার শিকার সাধারণ মানুষ।

তারই প্রতিবাদ জানিয়ে ঐ দেশের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অধিকার নিয়ে মঙ্গলবার বিকালবেলা মধুপুর বাজারে বাম যুব চারটি সংগঠন টি এস ইউ, এস এফ আই, টি ওয়াই এফ, এবং ডি ওয়াই এফ এর উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক হিরন্ময় নারায়ন দেবনাথ, সভাপতি প্রনয় সিনহা সহ অন্যান্যরা।

ঐদিন মিছিলটি মধুপুর স্কুল চৌমুহনী থেকে শুরু হয়ে মধুপুর বাজার পেরিয়ে জামচৌমুহনী ঘুরে মধুপুর বাজারে এসে একটি সভায় মিলিত হয়। সভায় ভাষন রাখতে গিয়ে বিশালগড় বিভাগের কমিটির সম্পাদক হিরন্ময় নারায়ণ দেবনাথ বলেন বাংলাদেশের চলছে অরাজকতা পরিস্থিতি। দিনের পর দিন সংখ্যালগুদের উপর আক্রমণ নেমে আসছে। আক্রান্ত হচ্ছে সংবাদ মাধ্যম। বাদ যায়নি শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য ইত্যাদিও। বর্তমানে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার রয়েছে তার অঙ্গুলিহেলনে এসব ঘটনা ঘটছে। তিনি আরো বলেন আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা সে নির্বাচনকে বানচাল করার লক্ষ্যেই ইউনুস সরকার এই ঘটনা সংগঠিত করছে। তাই অতি দ্রুত সেই দেশে মৌলবাদী কিংবা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার মতো যারা রয়েছে তাদেরকে সতর্ক হওয়ার আহবান রাখেন। তার পাশাপাশি ভারত সরকার এত বড় ঘটনার পরেও চুপ কেন তা নিয়েও দাবি তোলেন।

আবারও নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ টেট উত্তীর্ণদের

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: নিয়োগের দাবিতে ফের শিক্ষা ভবনের বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন টেট উত্তীর্ণ বেকার যুবক যুবতীরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে রাজ্যে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা হোক।

তাঁদের অভিযোগ, গত ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ৩৯০০০ জন পরীক্ষার্থী টেট পরীক্ষায় বসেছিল। তাতে টেট ওয়ান এবং টেট টু মিলে মোট ৩৬১ জন পরীক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু টিআরবিটি এখনো পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে না। এ বিষয়ে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীর দরজায় কড়া নাড়লেও তাদের দাবি পূরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

নাবালিকা ধর্ষণে পলাতক মূল

● প্রথম পাতার পর

দেখান এবং পুলিশকে দুই দিনের সময়সীমা বেঁধে দেন। এর মধ্যেই মঙ্গলবার দুপুরে রেগা প্রকল্পের শ্রমিকরা জঙ্গলে কাজ করতে গিয়ে একটি গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় রণজিৎ পাল চৌধুরীর মৃতদেহ দেখতে পান। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানানো হয়।

খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার পেছনের সত্য উদঘাটনে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শ্লীলতাহানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এটি আত্মহত্যা না কি পরিকল্পিত খুন, তা তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সহিংসতা

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে ফাঁসানো হয় এবং পরে পুড়িয়ে মারা হয়। তবে, পরবর্তী তদন্তে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

গত সোমবার, খুলনায় মোহাম্মদ মোতালেব সিকদার নামের এক ছাত্র নেতা গুলিবিদ্ধ হন। তার মাথায় গুলি লাগলেও তিনি এখন বিপদমুক্ত। ছাত্র নেতা শারিফ ওসমান হাদির হত্যার পর তার হত্যার বিচার ও দেশে চলমান সহিংসতা নিয়ে বাংলাদেশে আরও ক্ষোভ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দীপু চন্দ্র দাসের হত্যাকাণ্ডের পর ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদকারীরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার দাবি জানান। এছাড়া, কলকাতা ছাড়াও, ত্রিপুরায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনের সামনে প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিবাদগুলোর কারণে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারত সরকার বাংলাদেশে চলমান সহিংসতার তীব্র নিন্দা করেছে এবং দেশটির হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করেছে। ভারত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ওপর হামলার ঘটনাগুলোরও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসও বাংলাদেশের সহিংসতা এবং দীপু চন্দ্র দাসের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক দেশের দায়িত্ব, তার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।"

ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের পর, বাংলাদেশ তাদের নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে দিল্লি, ত্রিপুরা এবং শিলিগুড়ির বাংলাদেশি মিশনে ভিসা সেবা স্থগিত করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা পরিস্থিতি বর্তমানে উদ্বেগজনক। বিশেষত, দিল্লি ও শিলিগুড়ির বাংলাদেশ হাইকমিশনসহ বিভিন্ন মিশনে প্রতিবাদ ও ভাংচুরের ঘটনায় বাংলাদেশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, "বাংলাদেশ কোনো ধরনের সহিংসতা বা ভীতি প্রদর্শনকে সমর্থন করে না, যা কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে।" তারা আরও জানিয়েছে যে, প্রতিবাদী কার্যক্রমের ফলে পারস্পরিক সম্মান ও শান্তি ও সহনশীলতার মূল্যবোধ ক্ষুণ হতে পারে।

এদিকে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা বাংলাদেশের মিডিয়ার প্রকাশিত বিভ্রান্তিকর প্রচারণা সম্পর্কে তাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে। তারা দাবি করেছে যে, দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে প্রতিবাদ ক্ষণস্থায়ী ছিল এবং এতে নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি হয়নি।

এদিকে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনে সহিংসতার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন দিক উন্মোচন করেছে। ভারত সরকার জানিয়ে দিয়েছে, তারা বাংলাদেশের শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি এবং স্থিতিশীলতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তবে বাংলাদেশ চাইছে যে, ভারত শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দিক।

ভারত সরকার গত মাসে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করে এবং প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে। বিশেষ করে, জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর বক্তৃতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তিনি দাবি করেছেন, বাংলাদেশ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোকে আশ্রয় দিতে পারে, যা ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে।

বর্তমানে, বাংলাদেশ এবং ভারতের সম্পর্ক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং প্রতিবেশী দেশে ঘটিত সহিংসতার কারণে দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলছে, যা ভবিষ্যতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। তবে, উভয় পক্ষই শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আলোচনা ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে।

জনজাতি শিক্ষার মানোন্নয়নে একলব্য বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক: মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: রাজ্যের জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষা পরিকাঠামোকে আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করছেএমনই মন্তব্য করলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। আজ ছাওমনু বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মানিকপুর এলাকায় নির্মীয়মান একলব্য আবাসিক বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

তিনি জানান, বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হলে জনজাতি এলাকার দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা উন্নতমানের শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি আবাসিক সুবিধাও পাবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, একলব্য বিদ্যালয়ের মাধ্যমে জনজাতি সমাজের ছাত্রছাত্রীরা মূলধারার উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। এর ফলে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ আরও সুগম হবে। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন এবং নির্মাণকাজের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

আলপনা গ্রামে আলপনা উৎসব ও মেলা উপলক্ষে প্রস্তুতি বৈঠক, উপস্থিত মেয়র দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: আলপনা গ্রামে আসন্ন আলপনা উৎসব ও মেলাকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি তৎপরতা শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদারের উপস্থিতিতে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জানা গেছে, আগামী ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারি আলপনা গ্রামে আলপনা উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় এবং আগরতলা পুরনিগমের সহায়তায় এই উৎসব ও মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

আজকের বৈঠকে মেয়র ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি ও আয়োজক কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উৎসব ও মেলার সার্বিক ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, পরিকাঠামো ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

জানা গেছে, আগামী ১৩ জানুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। সেই প্রেক্ষিতেই প্রস্তুতির অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে আজ মেয়র দীপক মজুমদার বৈঠক করেন।

বৈঠক শেষে মেয়র প্রস্তাবিত মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস, মণ্ডল সভাপতি রাজীব সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতেই এই আলপনা উৎসব ও মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

মথার দ্বিচারিতায় অসন্তুষ্ট

● প্রথম পাতার পর

জনজাতিদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি তাঁদের শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে। নাম না করে তিপরা মথাকে নিশানায় নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, বর্তমানে কিছু রাজনৈতিক দল ফ্যাসিবাদী কায়দায় জনজাতিদের শিক্ষার অধিকার থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে। শুধুমাত্র 'থানসা' ও 'গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড' ইস্যুতে জনজাতিদের ব্যস্ত রেখে শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, জনজাতিদের বিভ্রান্ত করে রাজনীতির খেলা চলছে। তবে এভাবে বেশিদিন ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, তিপরা মথার অধিকাংশ দাবিই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পূরণ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছে। তা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে। এমনকি শাসক দলের জোটসঙ্গী হয়েও তাঁদের কোনও জোটধর্ম বজায় রাখার আচরণ চোখে পড়ে না। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় জাতি ও জনজাতিকে আলাদা করার রাজনীতি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।

এদিন সিপিআইএমকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, বাম আমলে উগ্রপন্থীদের হত্যালীলা রাজ্যবাসী আজও ভুলে যায়নি। বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, খুনসহ একাধিক অপরাধমূলক ঘটনার সাক্ষী রয়েছে এই রাজ্য। নৃশংসতার বর্ণনায় মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন গন্ডাছড়ায় বিজেপির মণ্ডল সভাপতি চাঁদমোহন ত্রিপুরা, জনজাতি কন্যা পায়েল মুড়া সিংকে ধর্ষণ ও খুন এবং খোয়াইয়ে এটিটিএফ জঙ্গিগোষ্ঠীর হাতে ২৬ জন নিহত হওয়ার ঘটনাও।

এদিন তিনি বলেন, সিপিএম আজ বলে বেড়ান রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁদের সময় ক্রমাগত হত্যালীলার কাহিনী তাঁরা বেমালুম ভুলে গেছেন। বাম আমলে হত্যালীলার তথ্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাম জমানায় ২০০৩ সালে ১৪ আগস্ট কমলনগরে ৫টি পরিবারের সকল সদস্যকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। তোতাবাড়িতে একইভাবে ষোলোজনকে নৃশংসভাবে খুন করেছিল উগ্রপন্থীরা। বিলোনিয়ায় ৬৯ জনকে খুন করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, ১৯৯২ সালে মে মাসে এটিটিএফ নেপালটিলায় আক্রমণ চালিয়ে থ্রি নট থ্রি রাইফেল ছিনতাই করে। একই সালে অক্টোবর মাসে গঙ্গানগরে উগ্রপন্থীরা চারজন পুলিশ কর্মী খুন করে ষোলোটি রাইফেল ছয়শো রাউন্ড গুলি নিয়ে পালিয়ে যায়। ১৯৯৫ ষোলো জন উগ্রপন্থী উদয়পুর জেল থেকে পালিয়ে যায়। ১৯৯৫ সালে চারজন সিআরপিএফকে খুন করেছিল উগ্রপন্থীরা। ধলাবিল বিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজ করা দুইজন ইঞ্জিনিয়ারকে অপরহণ করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে স্বশাসিত জেলা নির্বাচন শেষে ব্যালেট বাক্স নিয়ে ফেরার পথে দুই ভোট কর্মীকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল।

এখানেই থেমে না থেকে তিনি আরও বলেন, ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে মরাছড়ায় গ্রামবাসীকে খুন করে এই উগ্রপন্থীরা। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে সদর উত্তরের হেজামারাতে পোলিও অভিযানে স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তা দেবার কাজে নিযুক্ত ছয় জন সিআরপিএফ জওয়ান উগ্রপন্থার বলি হন। এটিটিএফ-র উগ্রপন্থীদের আক্রমণে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমবাসা থানাভুক্ত এলাকায় ৩৪ টি বাড়ি আগুন ধরিয়ে পরিবারের সদস্যকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তেমনি, ১৯৯৬ সালের ১৪ জুলাই দুইজন বিএসএফ জওয়ানকে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে সমতল পদ্মবিল এলাকায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ জনের একটি উগ্রপন্থী দল পাঁচ জনকে হত্যা করেছে। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে রাধাবাড়িতে মারাটার লাইটিং ফেন্টি এবং এটিটিএফ-র সংঘর্ষে মেজর সন্তোষ প্রভাকর ও নায়ক কোলে প্রাণ বলিদান দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১৯৯৮ সালে নরেন্দ্রপুর চা বাগানে পাঁচজন নিহত হন উগ্রপন্থীদের হাতে। ১৯৯৮ সালের ১৫ আগস্ট কাঞ্চনপুরে চলমান বাসের উপর গুলি ছুঁড়ে ছয়জনকে হত্যা করা হয় এবং ১৩ জন আহত হয়েছিলেন। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে তৃষাবাড়িতে উগ্রবাদীরা আট জনকে হত্যা এবং পাঁচজনকে আহত করে এবং তাদের বাড়িঘর আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে বড়মুরা বিশ্রামগঞ্জ উগ্রপন্থীর আক্রমণে ২৩ জন প্রাণ হারিয়েছে।

তিনি আরও জানান, ২০০০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে চারজনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। ২০০০ সালে এপ্রিল মাসে বাগবাসায় আসাম রাইফেলসের দুই জওয়ানকে হত্যা করা হয় এবং নতুনবাজারে পাঁচ জন খুন হন। ২০০১ সালে অমরপুরে উগ্রদের চোরা গুপ্তা হামলায় এগারো জন বিএসএফ জওয়ান সেখানে প্রাণ হারান। ২০০৪ সালে জানুয়ারি মাসে রাইমাভ্যালিতে এনএলএফটি-র আক্রমণে পাঁচজন প্রাণ হারান। তেমনি ওই সালে গোবিন্দবাড়ি সড়কে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট সহ ছয় জন বিএসএফ জওয়ান শহীদ হন। ২০০৪ সালে ৬ জুন মাসে ষাট লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়েছে। ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে আগরতলার বোমা বিস্ফোরণে চৌত্রিশ জন আহত হয়।

তাঁর সাফ কথা, অতীত থেকে শিক্ষা নিতে হবে। রাজ্যের উন্নয়নে শান্তি একমাত্র পথ। তাই, সহবস্থানের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নে সকলকে সামিল হওয়ার আবেদন রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। যুব সমাজের প্রতি তাঁর অনুরোধ, বিভ্রান্ত হওয়ার বদলে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। তবেই, অতীতের কালো দিন ত্রিপুরায় কখনোই ফিরে আসবে না।

খোয়াই মহাদেবটিলায় গভীর রাতে খড়ের স্তুপে আগুন

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর : খোয়াই জেলার মহাদেবটিলা এলাকায় গভীররাতে খড়ের স্তুপে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কী কারণে এই আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার গভীর রাতে রঞ্জিত কুমার দাসের বাড়িতে জমা করে রাখা খড়ের স্তুপে আচমকা আগুন জ্বলে ওঠে। আগুনের তীব্রতা দেখে প্রতিবেশীরা ঘুম থেকে উঠে রঞ্জিত কুমার দাসকে ডেকে তোলেন। ঘুম ভেঙে তিনি দেখতে পান, তার বাড়িতে সঞ্চিত খড়ের স্তুপে আগুন লেগে ব্যাপকভাবে জ্বলছে।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত দলকল বিভাগে জানানো হয়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই অগ্নিকাণ্ডে আনুমানিক প্রায় ২০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

যদিও আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম, তবে রঞ্জিত কুমার দাস জানিয়েছেন, ওই খড়ই ছিল তার গবাদি পশুর প্রধান খাদ্যের উৎস। খড় সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যাওয়ায় এখন পশুখাদ্যের ব্যবস্থা নিয়ে তিনি গভীর চিন্তায় রয়েছেন। এই অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ধোঁয়াশা।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের

● প্রথম পাতার পর

পরিকল্পিতভাবে ধর্মীয় পরিচয়কে লক্ষ্য করে সহিংসতা চালাচ্ছে।

তিনি বিশেষভাবে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বিশিষ্ট ও পবিত্র ঢাকেশ্বরী মন্দিরের উপর আক্রমণ এবং এর জমি দখলের প্রচেষ্টা হিন্দুদের অস্তিত্বের উপর সরাসরি আক্রমণ। যশোরেশ্বরী কালী মন্দির (সাতক্ষীরা) যা ৫১টি শক্তিপীঠের অন্যতম এই ঐতিহাসিক মন্দির থেকে মা কালীর মুকুট চুরি হিন্দু বিশ্বাসের প্রতি চরম অবমাননা, ইসকনের মন্দিরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে সেবা ও ভক্তির কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করা হচ্ছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, এই আক্রমণ শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেও ধ্বংস করার চেষ্টা চলছেযা ভারত ও বাংলাদেশকে ঐতিহাসিকভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে।

তিনি উল্লেখ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক নিবাস (কাছারি বাড়ি) শাহজাদপুরে অবস্থিত কবিগুরুর ঐতিহাসিক ভবন ভেঙে ফেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অবমাননা, রাহুল আনন্দের বাড়ি এবং তার অমূল্য বাদ্যযন্ত্র পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া সংস্কৃতির উপর ভয়াবহ আঘাত।

শেষে রতন লাল নাথ বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন বা পার্সি সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আন্তর্জাতিক সমাজের নৈতিক দায়িত্ব।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, বিশ্ব সম্প্রদায়কে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে, সর্বসম্মতভাবে এই ঘটনাগুলির নিন্দা জানাতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ও বাংলাদেশের সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

নাবালক সহ ৩০ জন

● প্রথম পাতার পর

হাজার টাকা বেতন, বিনামূল্যে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা এবং অগ্রিম ২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলির অভিযোগ, ওইদিন সকাল আটটায় পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিনের মতো চা বাগানে কাজ করতে যায়। বিকেলে বাড়ি ফিরে তারা দেখতে পান, তাদের ছেলেরা নিখোঁজ। পরে ফোনে যোগাযোগ করলে ছেলেরা জানায়, তারা কাজের উদ্দেশ্যে আগরতলা যাচ্ছে। তিনদিন পর তারা গন্তব্যে পৌঁছায় বলে জানানো হয়।

কিন্তু এক সপ্তাহ পর ফোনে বাড়িতে জানানো হয়, অগ্রিম দেওয়া ২ হাজার টাকা মালিক পক্ষ কেড়ে নিয়েছে। অভিযোগ, যুবকদের একটি ট্রাকের মধ্যে পলিথিনের উপর বসিয়ে কাজের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের দিয়ে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কমলা পাড়ানোর কঠোর পরিশ্রম করানো হচ্ছে। নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রতিবাদ করলে মারধর করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

ভুক্তভোগীদের পরিবার সূত্রে আরও জানা যায়, প্রতিদিন তিনবেলা খাবারের প্রতিশ্রুতি থাকলেও কখনও এক বেলা, কখনও দু'বেলা খাবার দেওয়া হচ্ছে, তাও অপর্যাপ্ত। ফোনে কথা বলতে দেখলে তাদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

রাংরুং চা বাগান এবং কালীশাসন চা বাগান থেকে প্রায় ৩০ জন যুবক ও নাবালককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, ওই ৩০ জন যুবক নিজেরাই ঠিক কোথায় রয়েছে তা স্পষ্টভাবে জানাতে পারছে না। তাদের মধ্যে একজন জানিয়েছে, তারা অরুণাচল প্রদেশের কোনও এক স্থানে রয়েছে, তবে সঠিক স্থান বলতে পারছে না।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, কালীশাসন চা বাগানের ভবতারিণী মন্দিরের পুরোহিত সনৎ কুমার উপাধ্যায়ের ছেলে ওমপ্রকাশ উপাধ্যায় বহিঃরাজ্যে কাজের জন্য যুবক পাঠানোর উদ্দেশ্যে স্থানীয় বাগান শ্রমিক বধুরাম উরাং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরবর্তীতে বধুরাম উরাং ওই যুবকদের ওমপ্রকাশ উপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। অভিযোগ, গত ৯ ডিসেম্বর ওমপ্রকাশ উপাধ্যায় এই যুবকদের বহিঃরাজ্যে পাঠায়। বর্তমানে সে এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে বলেও দাবি স্থানীয়দের।

ঘটনায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা আজ কৈলাসহর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং দ্রুত তাদের সন্তানদের উদ্ধার করার দাবি জানান। এলাকায় চরম আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে অভিভাবকরা স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী টিংকু রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ অরুণাচল প্রদেশের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ন্যাটো দুকাম-এর কাছে একটি লিখিত চিঠি পাঠান এবং অপহৃত যুবকদের দ্রুত উদ্ধার ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য হস্তক্ষেপ কামনা করেন। পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশের বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ করেছেন বলে জানান।

চিঠিতে মন্ত্রী টিংকু রায় উল্লেখ করেন, কৈলাসহর থানায় সম্প্রতি একটি মামলা দায়ের হয়েছে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে উনকোটি জেলার কৈলাসহরের রাংরুং চা বাগান ও কালীশাসন এলাকার একটি চা বাগান থেকে প্রায় ৩০ জন নাবালক শ্রমিকসহ কয়েকজন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিককে অরুণাচল প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের কাজের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি ও সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তারা তাদের আইনসম্মত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ওই নাবালক শ্রমিকদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে এবং তারা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও অমানবিক পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর ফলে তারা মারাত্মক মানসিক চাপ ও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। পরিবারগুলিও গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এবং তাঁদের সন্তানদের দ্রুত ও নিরাপদে ঘরে ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

এই প্রেক্ষিতে মন্ত্রী টিংকু রায় চিঠিতে অরুণাচল প্রদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ জানান, বিষয়টির মানবিক দিক বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবিলম্বে উদ্ধার ও নিরাপদে নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক।

চিঠির অনুলিপি অরুণাচল প্রদেশ সরকারের শ্রম কমিশনার এবং ত্রিপুরা সরকারের শ্রম দপ্তরের শ্রম কমিশনারের কাছেও পাঠানো হয়েছে, যাতে দুই রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত উদ্ধার অভিযান ও প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা যায়। শিশুশ্রম আইন লঙ্ঘন ও মানবাধিকার হরণের এই গুরুতর অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় মানুষের দাবি, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি অবিলম্বে ভুক্তভোগী নাবালক ও শ্রমিকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হোক।

সাড়ম্বরে গণিত দিবস উদযাপন

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের ১৩৮তম জন্মবার্ষিকী সাড়ম্বরে জাতীয় গণিত দিবস হিসেবে পালিত হল। ত্রিপুরা গণিত পরিষদ এবং ত্রিপুরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে ২২শে ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর, সুপারিবাগানস্থিত দশরথ দেব মেমোরিয়াল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানটি শুরু হয় সকাল ১০টায়। এদিন প্রদীপ প্রজ্বালন ও রামানুজনের প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রধান অতিথি তথা এসসিইআরটি-এর অধিকর্তা এল ডার্লং। স্বাগত ভাষণে এই দিনটির গুরুত্ব এবং গণিত পরিষদের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. জয়দীপ ভট্টাচার্য্য। প্রধান অতিথি শ্রীমতি ডার্লং এই অনুষ্ঠানে ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীদের গণিতের প্রতি আরও আকৃষ্ট হতে উৎসাহিত করেন। গণিত পরিষদের পেট্রন অধ্যাপক রবি নন্দ ভৌমিক শ্রীনিবাস রামানুজনের জীবন ও কর্ম বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। ত্রিপুরা গণিত পরিষদ এবং ত্রিপুরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র ম্যাথমেটিকাল অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় সদর সাব-ডিভিসন বিভাগে প্রথম পনেরো জনকে এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এই পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ার প্রিয়ম ভৌমিক, আয়ুষ্মান দাস ও অঙ্গদ সেন। তাছাড়াও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বেশকিছু প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আয়োজন করা হয় গণিতের প্রশ্ন মঞ্চ।সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আয়োজিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয় যথাক্রমে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের প্রদীপিকা দেবনাথ, হলিক্রস স্কুলের অদৃতা সেন ও নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সায়ন্তিকা দাস।এছাড়া আন্তঃ বিদ্যালয় কুইজ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল ও তেলিয়ামুড়ার আনন্দ মার্গ স্কুল। অনুষ্ঠানের সভানেত্রী শ্রীমতি নীলিমা চক্রবর্তীর ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে গণিত পরিষদের সদস্য-সদস্যা সহ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

মেসির সঙ্গে কথা বলতে স্প্যানিশ-চর্চা কুলদীপের বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় স্পিনারকে শুভেচ্ছা লিওর

এখনও কেমন যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছেন কুলদীপ যাদব। ভারতীয় টিমের অন্যতম সেরা স্পিনারের ফুটবলের প্রতি বরাবরের আকর্ষণ। প্রচুর ম্যাচ দেখেন। বিদেশে গিয়ে ফুটবল ম্যাচ দেখেছেন। ইউরো কাপ দেখেছেন। ক্লাব ফুটবলে কুলদীপের প্রিয় দল বার্সেলোনা। আর অবশ্যই ফেভারিট লিওনেল মেসি!মেসির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তাঁর সঙ্গে আড্ডা হবে। কুলদীপের কাছে সেটা রীতিমতো স্বপ্ন ছিল। অবশেষে সেই স্বপ্নপূরণ। ভারত সফরের শেষ দিকে এক সংস্থার শুটিংয়ে মেসির সঙ্গে ছিলেন কুলদীপও। এত কাছ থেকে মেসি-সাক্ষাৎ হবে, সেটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি! কুলদীপকে সবচেয়ে বেশি অবাক করে মেসির সারল্য। বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম আইকন। কিন্তু কোনও দাম্ভিকতা নেই। একেবারে সহজ, সরল। সবার সঙ্গে অনায়াসে মিশে যেতে পারেন। কুলদীপের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয় মেসির। ভারতীয় স্পিনারের এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়নি যে তিনি একজন কিংবদন্তির সঙ্গে কথা বলছেন! কুলদীপ স্প্যানিশ জানেন। মেসির সঙ্গে কথাবার্তার শুরুটাও হয় স্প্যানিশেই। আসলে কুলদীপ জানতেন, লিওনেল মেসির সঙ্গে স্প্যানিশে কথা বললে, আড্ডার ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। কুলদীপের কথায়, ''জানতাম স্প্যানিশে কথাবার্তা বললে আড্ডাটা অনেক প্রাণবন্ত হবে। আমি নিজেও স্প্যানিশ শিখেছি।'' কুলদীপ নিজের ফুটবলের প্রেমের কথা, বার্সেলোনার প্রেমের কথা বলেন মেসিকে। মেসির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে নিজের স্প্যানিশ আরও একটু ভালো করে ঝালিয়ে নিয়েছিলেন। একইসঙ্গে এটাও বলেন, লিওকে নিয়ে তিনি ঠিক কতটা আবেগপ্রবণ। সংবাদ প্রতিদিন-কে ফোনে কুলদীপ বলছিলেন, ''দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। জীবনে এমন কিছু কিছু ঘটনা, মুহূর্ত থাকে যা সারাজীবন সুখের স্মৃতি হিসাবে রয়ে যায়। এটাও ঠিক তাই। ওই মুহূর্তগুলো সোনালি অধ্যায় হয়ে থেকে যাবে। আগে কখনও এত সামনে থেকে মেসিকে দেখার সুযোগ পায়নি। বলতে পারেন আমার স্বপ্ন পূরণ হল। ভাবতে পারছেন লোকটার নাম মেসি। বিশ্ব ফুটবলে ওর অবদানের কথা আর কী বলব। সেই মানুষটাকে সামনে থেকে দেখছি। ওর সঙ্গে কথা বলছি। আড্ডা দিচ্ছি। জীবনে অন্যতম সেরা পাওনা বলতে পারেন। আরও একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করে দেয়। অত বড় ফুটবলার। একজন কিংবদন্তি। কিন্তু কোনও অহংকার নেই। কোনও দাম্ভিকতা নেই। সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। সবার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনছে। এক কথায়, প্রচণ্ড ডাউন টু আর্থ। ওকে বলেছিলাম, আমি তোমার প্রচণ্ড বড় ভক্ত। তোমার খেলা ভীষণ আনন্দ দেয়।''

আর্জেন্টিনার দশ নম্বর অর্থাৎ নিজের জার্সিতে সই করে কুলদীপকে তা উপহার দেন। একইসঙ্গে কুলদীপের থেকে আবার বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে জানতে চান মেসি। সামনের বছর দেশের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে ভারত। সেই বিশ্বকাপের কথা জানতে চান কুলদীপের থেকে। একইসঙ্গে বিশ্বকাপের জন্য কুলদীপকে আগাম শুভেচ্ছাও জানান মেসি। কুলদীপ বলছিলেন, ''ফুটবলার হিসাবে যতটা বড়, মানুষ হিসাবেও ঠিক ততটাই বড়। ওই শুটিংয়ে সবার সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছিল। কখনও বিরক্ত হতে দেখেনি। এর থেকেও অনেক কিছু শেখার রয়েছে।'' সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ শেষ হয়েছে। সামনের বছর আবার নিউজিল্যান্ড সিরিজ। তবে বিজয় হাজারেতে খেলবেন তিনি। শুরুর কয়েকটা ম্যাচে খেলবেন না। কয়েকটা দিন একটু বিশ্রাম নেবেন। তারপরই নামবেন উত্তরপ্রদেশের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে। সেখানেই নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রস্তুতি সারবেন। আসলে নিউজিল্যান্ড সিরিজের পরই যে বিশ্বকাপ। আর কুলদীপের লক্ষ্য বিশ্বকাপ জয়। ঠিক দু'বছর আগের মতোই।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবে দাবা, যোগা ও ক্যারাটে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মত এবারও রাজধানীর শহর দক্ষিনাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে রেপিড দাবা, যোগাসন ও ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এর সাথে রয়েছে শিশুদের নিয়ে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান। স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উদযাপন কমিটির কনভেনর প্রশান্ত ভৌমিক জানান, আগামী ২ জানুয়ারী ক্লাব ঘরে হবে প্রাইজমানি রেপিড দাবার আসর। সকাল ৯টায় ওই আসর শুরু হবে। উৎসাহীদের বিবেকানন্দ চেস একাডেমির কোচ গৌরব চক্রবর্তীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এন্টি ফি ৫০০ টাকা। ৪ জানুয়ারী সকাল ১০টায় দুই বয়স বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হবে। ৫ জানুয়ারী হবে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। ১০ জানুয়ারী সকাল সাড়ে ৭টায় হবে পতাকা উত্তোলন। দুপুর ২টা থেকে হবে দুটি বয়স বিভাগে ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। এতে অংশ নিতে উৎসাহীদের বিবেকানন্দ ক্যারাটে সেন্টারের কোচ কৃষ্ণ সূত্রধরের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। পরে সন্ধ্যা ৫টায় হবে স্বামীজীর চিকাগোর বক্তব্য নিয়ে বক্তৃতা। সন্ধ্যা ৭টায় হবে রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতা। সবশেষে রাত ৮টা থেকে ক্লাবের সদস্য সদস্যাদের মধ্যে ক্রীড়া। ১১ জানুয়ারী সকাল ৯টায় ক্লাব ঘরে হবে মেগা স্বাস্থ্য শিবির। দুপর দেড়টায় শুরু হবে দুটি বয়স বিভাগে যোগাসন প্রতিযোগিতা। বিকাল ৪টায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যা ৭টায় নজরুল সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। ১২ জানুয়ারী হবে এলাকার যুবাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন। বিকাল ৪টায় যেমন খুশী সাজো, ৫টায় সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বস্ত্র বিতরণ, পুরষ্কার বিতরণ, ৭টায় গীটার ও ভায়োলিন প্রদর্শন। সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই বিশাল আয়োজনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুকদের প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবে যোগাযোগ করে এন্টি ফর্ম সংগ্রহ ও জমা করতে বলা হয়েছে।

টিকিট মেলেনি, ঠান্ডায় ট্রেনের শৌচাগারের পাশে বসেই জাতীয় কুস্তিতে খেলতে যেতে হল খেলোয়াড়দের

টিকিট কাটা হলেও তা কনফার্মড হয়নি। ফলে জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাওয়া কুস্তিগিরদের ট্রেনে যাত্রা করতে হল সাধারণ কামরায়। শৌচাগারের পাশে বসে, প্রবল ঠান্ডায় উত্তরপ্রদেশে গেল তারা। প্রতিযোগিতা শেষে ফিরতেও হল একই ভাবেই। গোটা ঘটনাটি ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে।ঘটনাটি ওড়িশার। সে রাজ্যের দশ জন ছেলে এবং আট জন মেয়ে, মোট ১৮ জন সুযোগ পেয়েছিল জাতীয় কুস্তিতে অংশ নেওয়ার। যাতায়াত-সহ সব ব্যবস্থা করার কথা ছিল রাজ্যের স্কুল এবং গণ শিক্ষা দফতরের। কিন্তু খেলোয়াড়দের ট্রেনের টিকিটই নিশ্চিত করতে পারেনি তারা। ফলে প্রবল ঠান্ডায়, সাধারণ কামরায় কোনও মতে ঘাড় গুঁজে উত্তরপ্রদেশে সফর করতে হয়েছে তাদের। ফিরতেও হয়েছে একই ভাবে।

ওই ঘটনার একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম। তবে কুস্তিগিরদের কোনও মতে নিজেদের ব্যাগে মাথা ঠেকিয়ে, অপরিষ্কার ট্রেনে শুয়ে-বসে সফর করতে দেখা গিয়েছে। তার পরেই বিভিন্ন মহল থেকে তোপ দাগা হয়েছে সরকারের প্রতি। কারা এর জন্য দায়ী, তা জানার জন্য তদন্ত দাবি করা হয়েছে। ওড়িশা সরকার এখনও এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি।

এক শিক্ষক বলেন, ''চিঠি পেয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে গিয়েছিলাম। দলের ম্যানেজার কটকের ভানু রানা টিকিট কনফার্মডই করাননি। আমরা চার জন শিক্ষক চারটে দলকে নিয়ে যাই। শৌচাগারের পাশে খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে সফর করতে হয়েছে তাদের। একজন মন্ত্রীকে জানালেও তিনি ব্যবস্থা নেননি।''বিশ্বজিৎ মহাপাত্র নামে এক অভিভাবক বলেছেন, ''টিকিটের ব্যাপারে আমরা কিছু জানতামই না। স্টেশনে ছাড়তে আসার পর জানতে পারি কারও কনফার্মড টিকিট নেই। ওদের শৌচাগারের পাশে বসে যেতে হয়েছে। কোচ এবং ম্যানেজারকেও একই কাজ করতে হয়েছে। এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় ফিরতেও হয়েছে একই ভাবে। বেরহামপুরের এক যাত্রী দয়া করে আমাদের একটু ঘুমনোর ব্যবস্থা করে দেন। এর ফলে ওদের খেলাতেও প্রভাব পড়েছে।''

বিজয় মার্চেন্ট : পন্ডিচেরিকে ২৫৩-তে আটকে আজ লড়াকু মেজাজে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তেমন বড় রান গড়তে পারেনি চন্ডিগড়। তবে ত্রিপুরা দলের বর্তমান পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে, চন্ডিগড়ের গড়া ২৫৩ রানের ইনিংস ত্রিপুরা দলের সামনে প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করিয়েছে। তবে রাজ্য দলের ব্যাটার্সরা দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং পারফরম্যান্স করলে হয়তো প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়া তেমন কঠিন হবে না। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি অনূর্ধ ১৬ এলিট গ্রুপের। শিমোগায় জেএনএম কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে চন্ডিগড় প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সারাদিন ধরে ৯০.৩ ওভার খেলে চন্ডিগড় ২৫৩ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে ওপেনার প্রবীক সিংয়ের ৮৬ রান এবং ঈশান্ত রাওয়াতের ৪৬ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, অঙ্কিতের ব্যাটে ২৫ রান ও অধিরাজের ২০ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। ত্রিপুরা দলের বোলার শাহিন হোসেন পোদ্দার দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে ৩৭ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, সোমদেব শীল ১৬ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। চন্দ্রস্নাত গোস্বামী পেয়েছে একটি উইকেট। আগামীকাল (বুধবার) ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ত্রিপুরা দল দায়িত্বের সঙ্গে ব্যাট করতে নামবে প্রাথমিকভাবে ২৫৪ রানের টার্গেট নিয়ে।

বিশ্বকাপ জিততেই বদলাল ভাগ্য! ঘরোয়া ক্রিকেটে এ বার মহিলারা পাবেন দ্বিগুণ টাকা, সিদ্ধান্ত বোর্ডের

বিশ্বকাপ জয়ের দু'মাস পর বদলে গেল ভারতের মহিলা ক্রিকেটারদের ভাগ্য। ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে এ বার থেকে মহিলা ক্রিকেটারেরা পাবেন দ্বিগুণ টাকা। সোমবার এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে বোর্ড। পাশাপাশি ম্যাচ আধিকারিকদের বেতনও বাড়ানো হয়েছে। ছেলেদের মতো সমান অর্থ মেয়েদেরও দিতে চাওয়ার দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেল ভারতীয় বোর্ড।

নতুন কাঠামো অনুযায়ী, সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটারেরা ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে প্রতি দিন ৫০ হাজার টাকা করে পাবেন। আগে এটাই ছিল দিন প্রতি ২০ হাজার টাকা। এক দিনের ক্রিকেট এবং একাধিক দিনের ক্রিকেট খেললে প্রথম একাদশে থাকা ক্রিকেটারেরা প্রতি দিন ৫০ হাজার টাকা করে পাবেন। আগে এই অঙ্ক ছিল ২৫ হাজার টাকার। রিজার্ভ ক্রিকেটারেরা পাবেন ২৫ হাজার টাকা।

জাতীয় টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় প্রতি ম্যাচে প্রথম একাদশের ক্রিকেটারেরা ২৫ হাজার টাকা এবং রিজার্ভ ক্রিকেটারেরা ১২,৫০০ টাকা করে পাবেন। যদি কোনও ক্রিকেটার ঘরোয়া মরসুমে প্রতিটি ফরম্যাটের প্রতিটি ম্যাচ খেলে, তা হলে তিনি ১২ থেকে ১৪ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন।

অ্যাপেক্স কাউন্সিল টাকা বাড়িয়েছে জুনিয়র ক্রিকেটারদেরও। অনূর্ধ-২৩ এবং অনূর্ধ-১৯ পর্যায়ের ক্রিকেটারেরা দিন প্রতি ২৫ হাজার টাকা করে পাবেন। রিজার্ভ ক্রিকেটার পাবেন ১২,৫০০ টাকা। ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ পরিচালনা করার জন্য আম্পায়ারেরা পাবেন দিন প্রতি ৪০ হাজার টাকা করে। নকআউটের ক্ষেত্রে সেই অঙ্কই গিয়ে দাঁড়াবে ৫০ থেকে ৬০ হাজারে। ফলে কোনও আম্পায়ার রঞ্জির একটি ম্যাচ পরিচালনা করলেই ১.৬০ লক্ষ টাকা পাবেন। নকআউটে ম্যাচপ্রতি ২.৫ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ টাকা পাবেন।

বোর্ডের ধারণা, এই নতুন অর্থ কাঠামোয় মহিলা ক্রিকেটারদের আগ্রহ বাড়বে। পাশাপাশি ম্যাচ পরিচালকদেরও আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে।

বৈভবকে নিশানা পাক সমর্থকদের! ছোটদের এশিয়া কাপ ফাইনালের পর মাঠের বাইরে বিদ্রুপ ভারতের ১৪ বছরের ক্রিকেটারকে

মাঠের ভিতরের লড়াই ছড়াল মাঠের বাইরেও। অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপে ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান। সেই হারের ধাক্কার পর বিদ্রুপের জ্বালাও সহ্য করতে হল বৈভব সূর্যবংশীকে। খেলা শেষে বৈভব যখন মাঠ ছাড়ছিল তখনও তাকে নিশানা করেন পাকিস্তানের সমর্থকেরা।

সেই ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। তাতে দেখা যাচ্ছে, দুবাইয়ের স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে বাসে উঠছে বৈভব। সেই সময় স্টেডিয়ামের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা পাকিস্তানের সমর্থকেরা তাকে বিদ্রুপ করছে। ভারতের ১৪ বছরের ক্রিকেটারকে বেশ কিছু অশালীন কথা বলেন তাঁরা। তাতে অবশ্য বৈভব মেজাজ হারায়নি। সে চুপচাপ বাসে উঠে পড়ে।

খেলা চলাকালীনও এই ঘটনা ঘটেছে। বৈভব যখন বাউন্ডারির ধারে ফিল্ডিং করছিল, তখন সেখানে থাকা পাক সমর্থকেরা তাকে টিটকিরি করেন। অকারণে নানা রকমের মন্তব্য করে বৈভবের মনঃসংযোগ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। তখনও চুপ ছিল বৈভব। পাকিস্তানের সমর্থকদের এই ধরনের কাজের বিরোধিতা করেছেন ভারতীয় সমর্থকেরা। এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিল ও আইসিসি-কে এই বিষয়ে পদক্ষেপ করার দাবি তুলেছেন তাঁরা।

ছোটদের এশিয়া কাপের শুরুটা বেশ ভাল করেছিল বৈভব। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ৯৫ বলে ১৭১ রানের ইনিংস খেলেছিল সে। পরে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধেও অর্ধশতরান করেছিল ভারতের ১৪ বছরের ক্রিকেটার। কিন্তু নক আউটে রান পায়নি বৈভব। গ্রুপ পর্বেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যায় সে। প্রতিযোগিতায় পাঁচ ম্যাচে ২৬১ রান করে বৈভব। ১৮২.৫২ স্ট্রাইক রেট ও ৫২.২০ গড়ে রান করে সে। কিন্তু বড় ম্যাচে তার রান না করতে পারার সমালোচনা করেছেন অনেকে।

ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী তারকা ধরা হচ্ছে বৈভবকে। এত অল্প বয়সে ভারতীয় ক্রিকেটে নিজের জায়গা করে ফেলেছে সে। খেলে ফেলেছে আইপিএলও। কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে বৈভবের। কোন ম্যাচে সে রান করবে তার নিশ্চয়তা নেই। বড় ক্রিকেটার হতে গেলে ধারাবাহিকতা প্রয়োজন বৈভবের। সেই পরামর্শই তাঁকে দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞেরা।

চোট পরিস্থিতি সামলাতে দক্ষিণ আফ্রিকা দলে এনগিডি

দু'টেস্টের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টের আগে শক্তি আরও বাড়িয়ে নিলেন টেম্বা বাভুমারা। ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দলে দক্ষিণ আফ্রিকা নিল লুঙ্গি এনগিডিকে।

আগামী শনিবার থেকে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে দলে নেওয়া হল এনগিডিকে। কলকাতায় অনুশীলনের সময় পাঁজরে চোট পেয়েছিলেন কাগিসো রাবাডা। দ্বিতীয় টেস্টে তিনি অনিশ্চিত। তাই ঝুঁকি না নিয়ে এনগিডিকে দলে নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচকেরা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনালের পর এনগিডি টেস্ট খেলেননি। চোট সারিয়ে দলে ফিরলেন জোরে বোলার। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ড সরকারি ভাবে এনগিডিকে দলে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ঘোষণা করার আগেই তিনি দলের সঙ্গে যোগ দেন। তখনই জল্পনা তৈরি হয়েছিল।শুধু রাবাডা নন। বাভুমার দলের আরও দুই ক্রিকেটারের ফিটনেস সমস্যা রয়েছে। প্রথম টেস্টে ৮ উইকেট নেওয়া সাইমন হারমারের কাঁধে চোট রয়েছে। জোরে বোলার মার্কো জানসেনের কুঁচকিতেও হালকা চোট রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এনগিডিকে দ্বিতীয় টেস্টের দলে নেওয়া হয়েছে।

ভারতের জার্সি পরে তেরঙ্গা হাতে মাঠে নামলেন পাক খেলোয়াড়! তুঙ্গে বিতর্ক

ভারতীয় দলের হয়ে মাঠে নামলেন পাকিস্তানি খেলোয়াড়! এমনই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল একটি কবাডি ম্যাচে। জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের হয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলেছেন কবাডি তারকা উবাইদুল্লা রাজপুত। কিন্তু গত ১৬ ডিসেম্বর একটি ম্যাচে তিনি খেলতে নামেন ভারতের জার্সিতে।গত মঙ্গলবার বাহরাইনে আয়োজিত জিসিসি কাপে দেখা যায়, ভারতীয় স্কোয়াডে রয়েছেন উবাইদুল্লা। ভারতের জার্সি পরে তেরঙ্গা ওড়াতে দেখা যায় তাঁকে। জানা গিয়েছে, এই টুর্নামেন্ট কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা নয়। কিন্তু ভারত, পাকিস্তান, ইরান, কানাডা-এরকম দেশের নামে দল গঠন করে খেলতে নেমেছিলেন কবাডি খেলোয়াড়রা। যদিও আয়োজকদের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যে দলের হয়ে খেলতে নামবেন, খেলোয়াড়দের সেই দেশেরই নাগরিক হতে হবে।আয়োজকদের এই নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও নিজের পরিচয় গোপন করে ভারতীয় দলে অংশ নিয়েছিলেন উবাইদুল্লা। গোটা বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে পাকিস্তানের কবাডি ফেডারেশন। সংস্থার কর্তা রানা সারওয়ার জানান, এই ইস্যুতে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। শাস্তি দেওয়া হবে অভিযুক্ত উবাইদুল্লাকে। যদিও কবাডি খেলোয়াড়ের দাবি, তিনি বুঝতেই পারেননি তাঁকে ভারতের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। তিনি পাকিস্তানি হয়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার কথা ভাবতেই পারেন না। যদিও এই সাফাইয়ে কতখানি লাভ হবে উবাইদুল্লার, প্রশ্ন থাকছে।উল্লেখ্য, পহেলগাঁওয়ে নৃশংস জঙ্গি হামলার পর থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভারত-পাক সম্পর্ক। সেটার আঁচ পড়ে খেলার মাঠেও।

বাংলাদেশের কাছে হার ভারতের স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় মানরক্ষার ম্যাচেও ব্যর্থ জিঙ্ঘনেরা

মুখরক্ষার ম্যাচেও হার ভারতের। এশিয়ান কাপে খেলার আশা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল খালিদ জামিলের দলের। মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের এই ম্যাচ ছিল সম্মান বাঁচানোর। তাতেও ০-১ ব্যবধানে হেরে গেলেন সন্দেশ জিঙ্ঘনেরা। ২২ বছর পর ভারতের বিরুদ্ধে জয় পেল বাংলাদেশ।ঘরের মাঠে বাংলাদেশকে হারাতে পারেননি সুনীল ছেত্রীরা। গত মার্চের সেই ম্যাচ ড্র হয়েছিল। আর মঙ্গলবার ঢাকায় সুনীলহীন ভারতীয় দল হেরেই গেল। আগ্রাসী মেজাজে খেলা শুরু করেছিল ভারতীয় দল। প্রথম ১০ মিনিট বাংলাদেশের অর্ধেই বল ছিল বেশি। তবে গোলের তেমন সুযোগ তৈরি করতে পারেননি রাহিম আলিরা। এর মধ্যেই প্রতি আক্রমণে উঠে ১১ মিনিটে গোল করে বাংলাদেশ। বাঁ দিক থেকে রাকিব হোসেন বল বাড়ান ভারতের বক্সের মধ্যে। গুরপ্রীত সিংহ সান্ধুকে একা পেয়ে যান শেখ মোরসালিন। গোল করতে ভুল করেননি তিনি। তাঁর এই গোলেই শেষ পর্যন্ত হেরে গেল ভারত।

পিছিয়ে পড়লেও বলের দখল অধিকাংশ সময় নিজেদের পায়েই রেখেছিলেন আনোয়ার আলি, নিখিল প্রভুরা। ৩১ মিনিটে প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন রাহিম। বাংলাদেশের গোলরক্ষক পরাস্ত হলেও বাংলাদেশকে বিপন্মুক্ত করেন হামজা। এর পর খেলার গতি বাড়ায় বাংলাদেশও। আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে খেলা জমে উঠলেও প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি।০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করা ভারতীয় ফুটবলারেরা সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। শুরুতেই নিখিলকে তুলে মহেশ সিংহকে নামান খালিদ। মাঝমাঠে ভারতের দাপট বাড়ে। কিন্তু বাংলাদেশের রক্ষণে তেমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেননি ভারতীয় ফুটবলারেরা। লম্বা লম্বা পাসে আক্রমণ তৈরি চেষ্টাও কাজে আসেনি ভারতের। বাংলাদেশের রক্ষণের সামনে বার বার খেই হারিয়েছে ভারতের আক্রমণ। এ দিনের হারের ফলে গ্রুপে সকলের নীচেই থাকল ভারতীয় দল। শেষ বার ২০০৩ সালে বাংলাদেশের কাছে হেরেছিল ভারতীয় ফুটবল দল।

জার্মান আগ্রাসনে ছারখার স্লোভাকিয়া, বিশ্বকাপের টিকিট পেল চারবারের চ্যাম্পিয়নরা

আগামী বছর বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডস। নিজেদের গ্রুপে শীর্ষস্থানে থাকার দরুণ সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে দুই দল। সোমবার স্লোভাকিয়াকে হাফডজন গোল দিয়ে বিশ্বকাপের টিকিট অর্জন করে ফেলেছে জার্মানি। অন্যদিকে লিথুয়ানিয়াকে ৪-০ হারিয়েছে নেদারল্যান্ডস। প্রথম বিশ্বকাপ জেতার আশায় আগামী বছর মাঠে নামবে ডাচ ব্রিগেড।মাসদুয়েক আগে জার্মানিকে হারিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল স্লোভাকিয়া। কিন্তু সোমবার সেই হারের বদলা নিলেন লিরয় সানেরা। ম্যাচের শুরু থেকেই জার্মান ঝড়ের সামনে দিশেহারা হয়ে পড়ে স্লোভাকিয়া। ম্যাচের প্রথম গোলটি আসে ১৮ মিনিটে, নিক অল্টেমেডের শট থেকে। এরপর ২৯ মিনিটে সার্জ নাবরির গোল। ৩৬ এবং ৪১ অর্থাৎ পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল সানের।প্রথমার্ধে ৪-০ এগিয়ে যাওয়া জার্মানির বিরুদ্ধে সেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি স্লোভাকিয়া। ৬৭ মিনিটে জার্মানির হয়ে ফের গোল করেন রিডল বাকু। ৭৯ মিনিটে জার্মানির ষষ্ঠ গোল আসে আসান উইদ্রাওগোর শট থেকে। গ্রুপ 'এ'তে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপে চলে গেল জার্মানি। তবে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্লোভাকিয়ার বিশ্বকাপ স্বপ্ন এখনও বেঁচে। প্লে অফে খেলবে তারা।অন্যদিকে গ্রুপ 'জি' থেকে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল নেদারল্যান্ডস। গোটা যোগ্যতা অর্জন পর্বে একটাও ম্যাচে হারেননি কোডি গাকপোরা। সোমবার লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে ১৬ মিনিটে গোল করেন তিজ্জানি রেন্ডার্স। তবে বিরতির পরে ডাচদের দাপট বাড়ে। ৫৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন গাকপো। তার চার মিনিটের মধ্যেই জাভি সিমন্স এবং ডনেল মালেনের গোল। ৬২ মিনিটে ৪-০ এগিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। এখনও পর্যন্ত একবারও বিশ্বকাপ জিততে পারেনি ডাচরা। এবার ভক্তদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে গাকপোদের সোনালি ফর্ম।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আগামীদিনে নিউ ত্রিপুরা তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে বর্তমান সরকার। এজন্য রাজ্য বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আগামীদিনে নিউ ত্রিপুরা তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। ত্রিপুরায় এখন অধিক পরিমাণে ইউপিআই ভিত্তিক লেনদেন হচ্ছে।

আজ খোয়াইয়ের ধলাবিল এলাকায় খোয়াই জেলা হাসপাতাল ও ড্রাগস ডি অ্যাডিকশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, কিছুদিন আগে আমি ঘোষণা করেছিলাম যে জনপ্রতিনিধি যিনি যে পার্টিরই হোক না কেন উনাকে সরকারি প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। গতকালও কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে কথা হয়। উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স আমাকে চেয়ারপার্সন হিসেবে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল তথা অষ্টলক্ষীর উন্নয়নের জন্য ভার দিয়েছে। সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের এক একজনকে চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের দায়িত্বে ছিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আমাকে সেই দায়িত্ব সপে দেওয়া হয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিখিয়েছেন যে কাজের কোন বিকল্প নেই। মানুষের জন্য ঘরের বন্দোবস্ত করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট বানিয়ে দেওয়া - এরমধ্যে কিসের রাজনীতি করা? রাজনীতি না করেও রাজনীতি করা যায়। উন্নয়নের জন্য কোন রাজনীতির দরকার হয় না।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতবারের বাজেট প্রায় ২৭,০০০ কোটি টাকা ছিল। আর ২০২৫ - ২৬ অর্থবর্ষে ২৭,০০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২,০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। যেখানে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। যেটা খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলছেন পরিকাঠামো উন্নয়ন না হলে প্রকৃত উন্নয়ন হবে না। কিছুদিন আগে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে ইনভেস্টর সামিটে আমি অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে উদ্বোধনের পর ৩০,০০০ কোটি টাকার মৌ হয়েছে। এরমধ্যে শুধু ত্রিপুরার জন্য প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকার মৌ হয়েছে। কারণ ত্রিপুরায় এখন শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আজ এখানে প্রায় ১১টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ২টি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। যার আনুমানিক ব্যয় মূল্য প্রায় ১১৩ কোটি টাকা। খোয়াই জেলার এসব প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য রাজ্য বাজেট থেকে প্রায় ৩৫ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আর যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আরও ১০ কোটি টাকা আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রাজ্যের সবগুলি জেলায় একটা করে ড্রাগস ডি অ্যাডিকশন সেন্টার খোলা হচ্ছে। এই সরকার সমর্পণের ভাবনা নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিউ ইন্ডিয়া গড়ে তোলার কথা বলছেন। আমরা বলছি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার কথা। আর আগামীদিনে আমরা নিউ ত্রিপুরা তৈরি করবো। তবেই নিউ ইন্ডিয়া গড়ে তোলা সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রী দেশকে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলছেন। এরআগে ১২ জুন, ২০২৫ এ খোয়াই জেলার বাইজাল বাড়িতে ৮টি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছিল। এজন্য ব্যয় হয়েছিল প্রায় ১০ কোটি টাকা। বর্তমান সরকার একের পর এক উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে।তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, জিএসডিপি এবং মাথাপিছু আয়ের নিরিখে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখে নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিছুদিন আগে দেশের তৃতীয় পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইউনেস্কোর গাইডলাইন অনুসারে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কাজের নিরিখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় পুরস্কার ও সম্মান লাভ করছে ত্রিপুরা। প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযান দুই পর্যায়ে করা হয় রাজ্যে। ই অফিস করা হয়েছে রাজ্যে। এতে কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরায় এখন অধিক পরিমাণে ইউপিআই ভিত্তিক লেনদেন হচ্ছে। রাজ্যে আমার সরকার পোর্টাল চালু করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে রাজ্য। এখন আমাদের রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে এমবিবিএস এর আসন সংখ্যা রয়েছে ৪০০টি। আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজে ৬৩টি আসন হয়েছে। জিবি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক এবং কমিউনিকেবল ডিজিস সেন্টার ও দুটি স্পেশাল ওয়ার্ডের জন্য কিছুদিন আগে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যানী সাহা রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথ শর্মা, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ, জেলা পুলিশ সুপার রাণাদিত্য দাস সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকগণ।

উড়ালপুলে ফের দুর্ঘটনা দুই স্কুটির সংঘর্ষে আহত ১

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর : উড়ালপুলে দুটি স্কুটির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় একটি স্কুটির আরোহী গুরুতরভাবে আহত হন। সংঘর্ষের পর অপর স্কুটিটি দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিস ও ট্রাফিক পুলিশ। আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁর অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য উড়ালপুলে যান চলাচল ব্যাহত হয়। ট্রাফিক পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। পালিয়ে যাওয়া স্কুটির খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

লরি উল্টে আহত দুই

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: রাস্তার রিলিং ভেঙে মাটিতে খাদে পড়ে গেল লরি। একটি মালবাহী লরি দুর্ঘটনায় দু'জন আহত হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার দুপুরে এএস০১ত্ত ডিডিত্ত ৪২২৬ নম্বরের ১২ চাকার একটি মালবাহী লরি কুমারঘাট থেকে পানিসাগরের দিকে যাচ্ছিল। পেঁচারথল এলাকার লক্ষণছড়া সংলগ্ন একটি কালভার্টের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি নিচের ছড়ায় পড়ে যায়।

এই দুর্ঘটনায় লরির চালক অখিল দেবনাথ ও সহচালক অমিত দেবনাথ আহত হন। আহত দু'জনের বাড়ি উত্তর জেলার পদ্মবিল এলাকায় বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালান এবং আহতদের পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুদাম্বিকা আর, কুমারঘাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, পেঁচারথল থানার ওসি সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডাম্পিং গ্রাউন্ড এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু আজ সকালে মোহনপুর মহকুমার দেবেন্দ্রচন্দ্র নগরে ডাম্পিং গ্রাউন্ড এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের বিভিন্ন ইউনিট ঘুরে দেখেন এবং খোঁজখবর নেন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা আরও বাড়ানোর জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন। পাশাপাশি রাজ্যপাল কমন বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্টও পরিদর্শন করেন। এই প্রকল্পের প্রধান সুজয় কর হাসপাতালের বর্জ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করেন।

দুটি জায়গা পরিদর্শনের পর রাজ্যপাল সংবাদমাধ্যমকে বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সতর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, ডাম্পিং গ্রাউন্ড এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটি ক্রমশ উন্নতি করছে। আরও ভালো ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পরামর্শ দিয়েছেন। রাজ্যপালের সফরের সময় আগরতলা পুরনিগমের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার দিলীপ কুমার চাকমা এবং পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যে ১০০টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্মার্ট পঞ্চায়েতে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর:ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে গ্রামীণ স্তর থেকে গ্রামীণ মানুষের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়ন। আজ সোনারতরী স্টেট গেস্ট হাউসে অনুষ্ঠিত পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সাধারণ সভা ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরভিত্তিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়নের ও পরিকল্পনার পর্যালোচনা বৈঠকে পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মন একথা বলেন। তিনি জানান, নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে আমাদের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে। ভারত সরকার বর্তমানে স্মার্ট পঞ্চায়েত গঠনে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আমাদের রাজ্যেও এই স্মার্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

এজন্য প্রথম ধাপে ১০০টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্মার্ট পঞ্চায়েতে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে এই স্মার্ট পঞ্চায়েতের আওতাভুক্ত করে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এজন্য সকলেরই সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি সবাইকেই স্মার্ট গ্রাম তৈরির কর্মসূচিতে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণ করতে গেলে আমাদের প্রত্যেকটি রাজ্যকে আত্মনির্ভর হতে হবে। আমাদের রাজ্যকে আত্মনির্ভর করতে গেলে রাজ্যের প্রতিটি গ্রামের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে আত্মনির্ভর করতে হবে। এতে একটি গ্রাম আত্মনির্ভর হবে। একটি জেলা ও একটি রাজ্য আত্মনির্ভর হবে।

তাই আমাদের সেই লক্ষ্যেই গ্রামীণ উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলির দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা যাতে সহজে সঠিক সময়ে পৌঁছে সেদিকেও তীক্ষ্ন নজর রাখতে হবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিনারাণী সরকার। সভায় সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, বি.এ.সি. চেয়ারম্যানগণ, জিলা পরিষদের সদস্য সদস্যাগণ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সভায় কৃষি দপ্তরের আধিকারিক জানান, চলতি বছরে পতিত জমি উদ্ধারে কৃষি দপ্তর বিশেষ নজর দিয়েছে এবং সেইসব জমিতে বিভিন্ন অর্থকরী ফসল চাষের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ কৃষকদের নিয়ে পতিত জমিকে কৃষিযোগ্য করার বিষয়ে সচেতনতামূলক সভাও করা হচ্ছে। শুখা মরশুমে জমিতে পর্যাপ্ত সেচের জলের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। হর্টিকালচার দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, দপ্তর থেকে পশ্চিম জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে আদা, হলুদ, গোলমরিচ, লবঙ্গ, তেজপাতা, এলাচ, জিরা, ধনিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন মশলা জাতীয় দ্রব্য সামগ্রী চাষের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মশলা বোর্ড ও বেসরকারি ফুড কোম্পানিগুলির সাথে যোগাযোগ করে মশলা জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করার চিন্তা ভাবনাও চলছে বলে হর্টিকালচার দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান। এছাড়া তিনি জানান, ফুলচাষের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষকে স্বনির্ভর করার কাজ চলছে।

জাতীয় ভোজ্য তেল উৎপাদন মিশনে অয়েল পাম চাষের কাজও চলছে। এখন পর্যন্ত পশ্চিম জেলায় ৫৭৮.২৮ হেক্টর জমিতে অয়েল পামের চারা রোপণ করা হয়েছে। সভায় বিদ্যুৎ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, শিল্প, খাদ্য, গ্রামোন্নয়ন, মৎস্য, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি দপ্তরের প্রতিনিধিগণও নিজ নিজ দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা করেন।

বিশালগড়ে চোরের দৌরাত্ম থানার পেছনে কালী মন্দির ও রেশন দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

বিশালগড়, ২৩ ডিসেম্বর: বিশালগড়ে ফের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। থানার ঠিক পেছনের এলাকায় অবস্থিত একটি কালী মন্দির ও একটি রেশন দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল রেশন দোকান থেকে চাল, ডাল সহ বিভিন্ন সামগ্রী এবং কালী মন্দিরের ক্যাশ বাক্স ভেঙে নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় থানাধীন নেতাজিনগর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গভীর রাতে চোরের দল রেশন দোকানের জানলা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। দোকানে মজুত থাকা চাল, ডাল সহ একাধিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় তারা। আজ সকালে দোকান খুলতে এসে জানলা ভাঙা ও মালপত্র উধাও দেখতে পান রেশন দোকানের মালিক। এরপরই তিনি বিশালগড় থানায় অভিযোগ জানান।

এদিকে একই রাতে পাশেই অবস্থিত কালী মন্দিরেও চোরের হানা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মন্দিরের ভেতরে ঢুকে ক্যাশ বাক্স ভেঙে নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয় চোর। পাশাপাশি মন্দিরের ভেতরের একাধিক সামগ্রী উলটপালট করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

থানার নিকটবর্তী এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার প্রেক্ষিতে চুরির মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

লক্ষাধিক টাকার গাঁজা গাছ ধ্বংস করল যাত্রাপুর থানার পুলিশ

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার ভোরে ঘন কুয়াশার মধ্যে, যাত্রাপুর থানার ওসি সিতি কণ্ঠবর্ধনের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী নিয়ে থানা এলাকার দুইটি স্থানে নির্বিঘ্নে বিপুল পরিমাণ ফলন্ত গাজা গাছ কেটে ধ্বংস করল পুলিশ। এদিন দুপুর বারোটায় যাত্রা পুর থানার ওসি জানান, থানার সমস্ত অফিসার, কনস্টেবল স্টাফ, টিএসআর জওয়ান যেমন ১৪ নং ৯ নং এবং ১১ নং ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের নিয়ে সকাল সাতটায় জগৎরামপুরের এডিসি ভিলেজের দক্ষিণ তৈছমার জঙ্গলের ১২টি প্লটে গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। তারপর ফিরে আসা হয় কাঠালিয়ায়।

ফের কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকার ত্রিমুখী চৌমুহনী থেকে সোনামুড়া বিলোনিয়া বাইপাস সড়ক ধরে উত্তর দিকে প্রায় ১২ কিলোমিটার সড়ক অতিক্রম করে দক্ষিণ পাহাড়পুরের ঠাম্মামুড়ার জঙ্গলে গিয়ে দশটি প্লটে ফলন্ত গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়।

এদিন নির্বিঘ্নে সর্বসাকুল্য ২২টি গাঁজা বাগানে প্রায় লক্ষাধিক গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। এই জাতীয় অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

পানীয় জলের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে ডেপুটেশন কৈলাসহর সিপিএম শহর পূর্বাঞ্চল কমিটির

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: পানীয় জলের দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ীভাবে সমাধানের দাবিতে কৈলাসহর সিপিএম শহর পূর্বাঞ্চল কমিটির উদ্যোগে পানীয় জল ও স্যানিটেশন দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী এনসি বিশ্বাসের কাছে একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। ডেপুটেশনের মাধ্যমে নূরপুর, ফুলবাড়িকান্দি ও শ্রীনামপুর এলাকার একাধিক ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা পানীয় জলের সংকটের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। প্রতিনিধিরা জানান, এই সমস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত ও নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ না হওয়ায় সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।ডেপুটেশনে বিশেষভাবে দাবি জানানো হয়, নূরপুর ২ নম্বর ওয়ার্ডে ডিপ টিউবওয়েলের জন্য দ্রুত ফিল্টারের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি সুলতানপুর সহ যেসব বাড়িতে এখনও পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছায়নি, সেখানে অবিলম্বে জল সংযোগ দেওয়ার দাবি তোলা হয়।ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্যা নন্দীতা মালাকার, ইছবপুর পঞ্চায়েতের প্রধান সন্ধ্যা দেবসহ কৈলাশহর সিপিএম শহর পূর্বাঞ্চল কমিটির অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন সহকারী প্রকৌশলী এন সি বিশ্বাস বলে জানিয়েছেন প্রতিনিধিরা।

ধর্মনগরে লাল ঝান্ডার মিছিল, ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গর্জন বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ ডিসেম্বর: ভারত—বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় মৌলবাদ, বাংলাদেশে দীপু দাস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি, রেগা প্রকল্পের নাম বাতিলের প্রতিবাদ এবং ধর্মনগরে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার ধর্মনগরে লাল ঝান্ডার মিছিলে শামিল হল শত শত মানুষ।সিপিআই(এম) ধর্মনগর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে।মিছিলে অংশগ্রহণকারী মানুষজন হাতে লাল ঝান্ডা নিয়ে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন গোটা এলাকা। একই সঙ্গে তারা রেগা প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতেও সোচ্চার হন।মিছিল শেষে সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআই (এম) উত্তর ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক বলেন, “ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাস সমাজের জন্য ভয়ংকর হুমকি। বাংলাদেশে দীপু দাস হত্যার সঙ্গে জড়িত দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত যেমন রেগা প্রকল্পের নাম বাতিলএগুলো কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।”এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিতাভ দত্ত, সিপিআই উত্তর ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক অভিজিত দে, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজিতা নাথ সহ সিপিআই(এম) উত্তর জেলা নেতৃত্ব। এছাড়াও ধর্মনগর মহকুমার একাধিক নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।বক্তারা একযোগে ধর্মনগরে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং সন্ত্রাস ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন আরও জোরদার করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অন্নদাতা উৎসব উপলক্ষে কৃষকদের উদ্দেশে এসবিআই-এর রিজিওনাল ম্যানেজারের বিশেষ বার্তা

আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: কৃষকরাই দেশের প্রকৃত অন্নদাতাএই বার্তাকে সামনে রেখে ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের উদ্যোগে ৮ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে এসবিআই অন্নদাতা উৎসব। এই উপলক্ষে কৃষকদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দেন এসবিআই-এর রিজিওনাল ম্যানেজার দেবাশীষ চন্দ্র দাস।

তিনি বলেন, কৃষকদের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। দেশের অগ্রগতিতে কৃষকদের অবদান অপরিসীম। তাঁদের এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপই এসবিআই-এর পক্ষ থেকে এই অন্নদাতা উৎসব পালন করা হচ্ছে।

জানা গেছে, এই ১৬ দিন ধরে দেশের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি এসবিআই-এর গ্রামীণ ও সেমি-আরবান শাখায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অন্নদাতা উৎসব পালিত হচ্ছে।

ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসে শুরু সদস্যপদ অভিযান ও সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার থেকে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসে সাংগঠনিক কার্যক্রমে নতুন গতি আসতে চলেছে। একই সঙ্গে শুরু হয়েছে সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান ও প্রদেশ যুব কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া।

এই উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিষয়টি তুলে ধরেন সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক স্মিতি রঞ্জন লেংখা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং অফিসার মুরুগান মুনিরথনম। রিটার্নিং অফিসার জানান, মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যজুড়ে যুব কংগ্রেসের সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে।

একই সঙ্গে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছে। তিনি জানান, যুব কংগ্রেসে ২০০৯ সাল থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সভাপতি নির্বাচন চালু রয়েছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় ত্রিপুরাতেও একই নিয়মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

নির্বাচন সূচি অনুযায়ী প্রথম ধাপে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার কাজ হবে। এরপর মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই বা স্ক্রুটিনি সম্পন্ন করা হবে। স্ক্রুটিনির পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং সবশেষে ভোটগ্রহণের মাধ্যমে নতুন সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

নির্বাচন পর্ব শেষ হলে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও সক্রিয় করে তোলার আহ্বান জানান রিটার্নিং অফিসার মুরুগান মুনিরথনম।

শ্রীমন্তপুর বিওপিতে শহীদ কনস্টেবল ঘনাকান্ত নাথের স্মৃতিসৌধের আবরণ উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর:মঙ্গলবার শ্রীমন্তপুর সীমান্ত চৌকিতে (বিওপি) বীরত্বের গাঁথা স্মরণে শহীদ কনস্টেবল ঘনাকান্ত নাথের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। বিএসএফ গকুলনগর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ডিআইজি ভি কে কসানা আনুষ্ঠানিকভাবে স্মৃতিসৌধের আবরণ উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ ৮১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট রাকেশ সিনহা, শ্রীমন্তপুর বিওপির কোম্পানি কমান্ডেন্ট সুমিল ভোরা-সহ কাস্টমস বিভাগ ও শ্রীমন্তপুর আন্তর্জাতিক স্থল বন্দরের আধিকারিকরা। এদিন প্রথমে বিএসএফ আধিকারিকরা শহীদ জওয়ানের স্মৃতিসৌধ ও আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন এবং আনুষ্ঠানিক সেলামি জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালের ৯ জুলাই ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কনস্টেবল ঘনাকান্ত নাথ অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে রাতের নাকা ডিউটিতে নিযুক্ত ছিলেন। ১০ জুলাই ভোরে, ডিউটিরত দলটি গোমতী নদীর তীরবর্তী বিওপিতে ফিরে আসার সময় তিনি চারজন চোরাকারবারীকে ভারতের প্রায় ২০০ গজ ভেতরে মাথায় পাচার সামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হতে দেখেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি দলকে সতর্ক করেন।

কমান্ডারের নির্দেশে কনস্টেবল ঘনাকান্ত নাথ ও আরও একজন জওয়ান গোমতী নদীর ধারে আখক্ষেতের মধ্য দিয়ে চোরাকারবারীদের ধাওয়া করেন। চোরাকারবারীরা বোঝা ফেলে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। প্রায় ১০০ মিটার প্রশস্ত গোমতী নদী তখন তীব্র স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছিল। নিজের জীবনের পরোয়া না করে, নিরস্ত্র অবস্থায় এবং জালের সরঞ্জাম খুলে ঘনাকান্ত নাথ নদীতে ঝাঁপ দেন এবং সীমান্ত পিলার ২০৮৩/৮-এস ও ২০৮৩/৯-এস-এর মধ্যবর্তী এলাকায় চোরাকারবারীদের ধরতে তাড়া চালিয়ে যান।

চরম বিপদের মুখেও তিনি অসামান্য সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু তাড়া চালানোর সময় নদীর অপর তীর থেকে প্রায় ২০ গজ দূরে থাকাকালীন তিনি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান এবং নদীতে ডুবে যান। পরবর্তীতে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর মৃতদেহ বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার করে বিএসএফের হাতে হস্তান্তর করা হয়।

মাত্র দুই বছরের চাকরি জীবনে জাতির জন্য সর্বোচ্চ আত্মবলিদান দেওয়া শহীদ কনস্টেবল ঘনাকান্ত নাথের বীরত্ব ও ত্যাগকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে শ্রীমন্তপুর বিওপিতে তাঁর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আধিকারিকরা শহীদের আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সুলেখা দে হত্যাকান্ডে নিজ মেয়ে ও জামাতাকে আটক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: নতুন নগর সারদা পল্লি এলাকায় বৃদ্ধা সুলেখা দে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তার নিজের মেয়ে ও জামাতাকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২১ ডিসেম্বর বিকেলে নতুন নগর সারদা পল্লি এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় সুলেখা দে-কে।আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

পরবর্তী সময়ে পুলিশ সুলেখা দে-র বাড়িতে গিয়ে তদন্ত চালিয়ে ঘরের ভেতরে রক্তের চিহ্ন দেখতে পায়। এ সময় সুলেখা দে-র মেয়ে বুলটি দে পুলিশকে জানান, অজ্ঞাত পরিচিত দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে তার মায়ের মাথায় আঘাত করে এবং গলা থেকে একটি স্বর্ণের চেইন নিয়ে পালিয়ে যায়। তবে তদন্তে পুলিশ দেখতে পায়, সুলেখা দে-র হাতে স্বর্ণের চুড়ি ও কানে কানের দুল অক্ষত রয়েছে। এতে পুলিশের সন্দেহ আরও গভীর হয়। এরই মধ্যে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুলেখা দে-র মৃত্যু হলে পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করে।

পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, সুলেখা দে দীর্ঘদিন ধরেই পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ছিলেন। তার মেয়ে বুলটি দে ও জামাতা বিষ্ণু দে প্রায়শই তাকে মারধর করতেন বলে অভিযোগ। তদন্তে আরও জানা যায়, ২১ ডিসেম্বর আড়াই লক্ষ টাকার একটি ফিক্সড ডিপোজিট অন্য ব্যক্তির নামে নমিনি করা হয়েছেএই বিষয়টি নিয়ে তীব্র বচসার জেরে অভিযুক্তরা সুলেখা দে-কে মারধর করেন বলে অভিযোগ।

পুলিশের পক্ষ থেকে বুলটি দে ও বিষ্ণু দে-কে জোর জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা স্বীকার করে যে, তারাই সুলেখা দে-কে মারধর করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পাশাপাশি তারা আরও জানায়, সুলেখা দে-র গলার স্বর্ণের চেইনটি তারা এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল।

এরপর পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে এবং তাদের দেখানো মতো স্থান থেকে স্বর্ণের চেইনটি উদ্ধার করে। মঙ্গলবার পশ্চিম আগরতলা থানায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গোটা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন সদর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক।

পুলিশ ধৃত বুলটি দে ও বিষ্ণু দে-কে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে। রিমান্ডে নিয়ে অভিযুক্তদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 24-12-2025, 00:37